THE

ENGLISH READER,

NO. II.

TRANSLATED INTO BENGALI.

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী প্রণীত ইংরাজী

দ্বিতীয় সংখ্যক

গদ্য পাঠ্য গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ ।

CALCUTTA

PRINTED FOR THE PROPRIETOR BY ESSURCHUNDER BOSE,
AT THE ANGLO-INDIAN UNION PRESS, CHITPORE ROAD.

No. 85.

1852.

To be had at the Hindu College, Junior Department.

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি শ্রেণী

দ্বিতীয় সংখ্যক ইংরাজি পাঠ্য

অবিকল অনুবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

১ পাঠ। সুপরামর্শ।

১. কখন মিথ্যা বলিও না। যখন কোন বিষয় যাহা দেখিয়াছ কিম্বা শুনিয়াছ বর্ণনা কর, যেমন দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ তদ্রূপ কহ॥

২. তাহাতে নিজ কল্পিত কোন কথা সংযোগ কিম্বা তাহার কোন কথা পরিবর্ত্তন দ্বারা সুন্দর গল্প হইবে, এমন বিবেচনা করিয়া তদ্রূপ করিও না কোন অংশ বিস্মৃত হইয়া থাক, তো কহ যে বিস্মৃত হইয়াছ॥

৩. অঙ্গীকার করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে বিবেচনা করিও। এক বিষয় করিব বলিয়া যদি না কর তবে মিথ্যা কথা হইবে; এবং তাহা হইলে তোমাকে কে বিশ্বাস করিবে কিম্বা তোমার কথা কে প্রত্যয় করিবে?।

৪. যাহারা অঙ্গীকার প্রতিপালন করে এবং সত্য কহে তাহাদিগের ভিন্ন অন্য কাহাকে কেহ বিশ্বাস করেনা কিম্বা অন্য কাহার কথা প্রত্যয় করে না॥

৫. যখন কোন কুকর্ম্ম কিম্বা অনবধানতার কর্ম্ম কর, দণ্ডের ভয় থাকিলেও তাহা অস্বীকার করিও না॥

৬. যে কর্ম্ম করিয়াছ তাহার নিমিত্তে যদি দুঃখিত হও, এবং তদ্রূপ না করিতে সচেষ্টিত থাক, লোকে

তোমার প্রতি কদাচ ক্রোধান্বিত হইবে কিম্বা তোমাকে দণ্ড দিবে ॥

২. সত্য কথন জন্য তাহারা তোমাকে ভাল বাসিবে এবং এমন বিবেচনা করিবে যে তোমার কথা বিশ্বাস যোগ্য· যেহেতুক তাহারা দেখিবে যে তুমি নিজ দোষ গুপ্ত রাখিবার কারণ এবং শাস্তি নিবারণ হেতু মিথ্যা বল না॥

---

২ পাঠ. সোয়ান পক্ষির কথা।

১ যে সকল পক্ষি সন্তরণ দিতে পারে তাহারা লিপ্ত পদযুক্ত॥ তাহাদিগের পদাঙ্গুলি সমুচয় তন্মধ্যজাত চর্ম্ম দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযোজিত; সেইরূপ আকারের লিপ্ত পদযুক্ত কহা যায়; ইহাতে পক্ষিদিগের সন্তরণ কালীন অনেক আনুকূল্য করে; কারণ তখন তাহাদের পদদ্বয় মৎস্যের ডানার কার্য্য করে॥

২. সোয়ান অতি বৃহৎ পক্ষি, রাজহংসী অপেক্ষাও বৃহৎ ॥ ইহার চঞ্চু লাল কিন্তু পার্শ্বদ্বয়ে কৃষ্ণবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয়ের চতুর্দ্দিগে ও কাল আছে॥ ইহার পদের নলী পাংশুবর্ণ কিন্তু পায়ের পাতা রক্তবর্ণ, এবং লিপ্ত।

৩. ইহার শরীর সমুদয় শ্বেতবর্ণ এবং অতি সৌন্দর্য্য ইহার গলা লম্বা॥ নদী এবং হ্রদ তটে ইহা বাস করে এবং জলজাত তরু আর বিচি ও কীটাদি ভক্ষণ করে॥

৪. জমিতে ভ্রমণ কালীন ইহাকে রূপবান দেখা যায় না কারণ ইহার বেড়াইবার সামর্থ ভাল নাই; কিন্তু যখন

লম্বা গলা বক্র করিয়া এবং শ্বেত বক্ষ ডুবাইয়া জলে সাঁতার দেয় তখন যাবৎ পক্ষি অপেক্ষা সুন্দর দেখায়॥

৫। থাকড়া এবং পটপটির বন মধ্যে সোয়ান পক্ষি বাসা নির্ম্মাণ করে॥ সে বাসা অতি বৃহৎ এবং উচ্চ এবং কাটি ও দীর্ঘ তৃণ দ্বারা নির্ম্মিত॥

৬। তাহার ডিম্ব সাদা এবং বৃহৎ রাজহংসীর ডিম্বাপেক্ষা অনেক বড়; তাহাতে দুই মাসে তা দেয় তৎপরে তাহারা প্রস্ফুটিত হইয়া শাবক নির্গত হয়, তাহার শাবকদিগের 'সিগ্‌নেট' কহা যায় তাহারা প্রথমে পাংশুবর্ণযুক্ত হয়, সাদা হয় না॥

৭। সোয়ান যখন ডিমে তা দেয় কিম্বা যখন তাহাদিগের শাবক হয়, তখন কেহ যদি তাহার বাসার নিকটবর্ত্তি হয়, সে তাঁহাকে তাড়া করিয়া যায়; কারণ শাবক রক্ষার্থে ইহা ভীষণ স্বভাব ধারণ করে; যদি তিনি তাহাদিগের হরণ করিতে আইসেন, তবে বলবান্ পক্ষদ্বয়ের দ্বারা প্রহার করত পরাস্ত করে এবং হয় তো একটা বাহু ভগ্ন করিয়া দেয়॥

---

৩ পাঠ। উদ্যানের বিষয়।

১। এক দিবস ফ্রাঙ্ক তাঁহার মাতার সহিত বেড়াইতে গিয়াছিলেন; তিনি একটা সবুজ দ্বার বিশিষ্ট ফটকের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আসিয়া অনুখস্থ গরাদের ছিদ্র দিয়া দেখিতে লাগিলেন॥

২. তিনি তাহার ভিতরে নানাবিধ পুষ্পশ্রেণী সজ্জিত এক অপূর্ব্ব উদ্যান সন্দর্শন করিলেন; সেই পুষ্প শ্রেণীর চতুষ্পার্শ্বে এবং তাহার মধ্য কোণে সুদৃশ্য কঙ্কর ময় পথ ছিল॥

৩. ফ্রাঙ্কের মাতা যিনি কিঞ্চিৎ দূরে ছিলেন তাঁহাকে ফ্রাঙ্ক ডাকিয়া কহিলেন "আইস না, এই সুন্দর উদ্যান দেখ আমার ইচ্ছা হয় এই দ্বার খুলিয়া ইহার মধ্যে যাইয়া ভ্রমণ করি"॥

৪. তাঁহার মাতা বলিলেন, "না, আমার প্রিয় এ দ্বার খোলা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এ উদ্যান আমার নহে; এবং আমি ইহাতে বেড়াইতে তোমাকে অনুমতি দিতে পারি না॥

৫. তৎকালে সেই উদ্যান মধ্যে এক জন একটী চেরিফলের বৃক্ষোপরি জাল খাটাইতে ছিল; সে, দ্বারের নিকট আসিয়া দ্বার খুলিয়া কহিল, "ম্যাম, আপনি কি ভিতরে বেড়াইবেন? এ উদ্যান আমার, এবং ইহাতে ভ্রমণ করিতে আপনাকে সমাদরে আহ্বান কৃত হইবে॥

৬. ফ্রাঙ্কের মাতা কৃতজ্ঞ হইয়া সেই মনুষ্যকে নমস্কার করিলেন এবং তৎপরে ফ্রাঙ্কেরদিগে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমাকে যদি ফ্রাঙ্ক এই উদ্যানে বেড়াইতে লইয়া যাই, দেখ যেন কোন বস্তু স্পর্শ কর না"॥

৭. ফ্রাঙ্ক বলিলেন যে তিনি কোন বস্তু স্পর্শ করিবেন না এবং তখন তাঁহার মাতা সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন॥

৮। কঙ্করময় পথ দিয়া বেড়াইতে২ তাবৎ বস্তু দেখিলেন, কিন্তু কিছুই স্পর্শ করিলেন না॥

---

৪ পাঠ. উদ্যানের বিষয়. (ক্রমশঃ)।

১। দুই দল পিঙ্ক এবং গোলাব ফুল হইতে সৌরভ আসিতেছিল. এবং তিনি অন্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছিলেন; উদ্যান স্বামি তাঁহাকে কহিলেন "তুমি এই পুষ্প দল মধ্যস্থ অপ্রশস্থ পথ দিয়া আইস. এবং এই পুষ্পদিগের ভাল দেখিতে পাইবে"॥

২। ফ্রাঙ্ক উত্তর করিলেন "এই অপ্রশস্থ পথ দিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমার শঙ্কা হইতেছে যে আমার কুর্ত্তির ধার পুষ্পসমূহে সংলগ্ন হইবে॥ আমি এই মাত্র দেখিলাম আপনার কুর্ত্তির ধার লাগিয়া একটা পুষ্প ভাঙ্গিয়া গেল॥

৩। ফ্রাঙ্কের মাতা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "আমার প্রিয় বালক তুমি যে অপকার না কর তজ্জন্য এত সতর্ক ইহাতে আমি তুষ্ট হইলাম॥

৪। ফ্রাঙ্ক কোন পুষ্পদল মাড়াননি; এবং ঐ উদ্যান স্বামি, যিনি নিজে উদ্যানপালক ছিলেন, সে তাহার মাতাকে কহিল:॥

৫। "ম্যাম, আবার যখন আপনি এ দিগে আসিবেন, আমি ভরসা করি আপনি আমার এই উদ্যানে বেড়াইবেন, এবং আপনার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আনিবেন; তাঁহার যে প্রকার ব্যবহার দেখিতেছি ইহাতে আমার

যাকে সকল কারণ এখন বুঝাইয়া দিতে পারি না, আমার প্রিয়। তোমার বাটীতে যে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান আছে, সেখান হইতে কোন ব্যক্তি যে পুষ্পচয়ন করে তুমি কি তাহা ভাল বাস?"

৬. "না মাতঃ, আমি তাহা ভালবাসি না।"

৭. "তুমি কি দেখ নাই যে ঐ বালক যে এই সদর ফটকের নিকট আসিয়াছিল, উদ্যান রক্ষকের দ্বারা এই বাগানে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইল, কেন না, যে ফল পুষ্প তাহার নহে সে তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল।"

৮. তুমি ফ্রাঙ্ক, এই সকল পুষ্প কিম্বা এই ফল ইহার কিছুই গ্রহণ কর নাই; এবং তুমি জান উদ্যান পালক বলিয়াছে আমি তোমাকে যখন আনিব তখন আবার তোমাকে এস্থানে আসিতে দিবে"।

৯. আমি ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইলাম মাতঃ, ফ্রাঙ্ক বলিলেন, কারণ আমি এই সুন্দর বাগানে বেড়াইতে ভালবাসি; এবং যাহা আমার নহে তাহাতে হাত না দেই এবং সেক্ষিত থাকিব।

১০. তৎপরে ফ্রাঙ্কের মাতা বলিলেন, "আমাদিগের বাটীতে যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে"। এবং ফ্রাঙ্ক তাঁহাকে বাগানে বেড়াইতে দেওন জন্য ও বীজ বপনের প্রথা দর্শান জন্য উদ্যানপালককে কৃতজ্ঞতা সূচক নমস্কার করিলেন, এবং তাঁহার মাতার সহিত বাটী গেলেন।

---

৬ পাঠ. দ্বিতীয়বার বাগানে বেড়াইবার কথা।

১. সবুজ ফটক বিশিষ্ট বাগানে বেড়াইতে যাইবার অল্প দিন পরে, ফ্রাঙ্কের মাতা বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক, টুপি পরিয়া আমার সহিত আইস—যে বাগানে দিন দুই তিন হইল যাইয়াছিলাম তথা যাইতেছি।" ॥

২. ফ্রাঙ্ক এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন তিনি এক মুহূর্ত্তকের মধ্যে টুপি পরিলেন এবং তাঁহার মাতার পশ্চাদগামি হইলেন, এবং লাফাইতে২ ও গীত গাইতে২ যাইতে লাগিলেন ॥

৩. যে মাঠ দিয়া সবুজ ফটক বিশিষ্ট বাগানে যাওয়া যায় তথায় উপস্থিত হইলে ফ্রাঙ্ক তাঁহার মাতার অগ্রে দৌড়িয়া গেলেন

৪. তিনি একটা ঢিপির নিকট উপস্থিত হইলেন; সেই ঢিপির সর্ব্বোচ্চ ধাপের উপর ফ্রাঙ্কের ন্যায় বড় একটি বালক বসিয়াছিল। তাঁহার হাঁটুর উপর একটা টুপি ছিল, যাহার ভিতরে কতকগুলি বাদাম ছিল, এবং ঐ বালক বাদামের সাদা শাঁস খুঁটিয়া বাহির করিতেছিল ॥

৫. যখন সেই বালক ফ্রাঙ্ককে দেখিলেন, তিনি কহিলেন "তুমি কি এই ঢিপি পার হইয়া যাইতে চাহ এবং ফ্রাঙ্ক উত্তর করিলেন, "হা, আমি চাহি ॥

৬. সে বালক তখন যে ধাপের উপর বসিয়াছিলেন সেখান হইতে উঠিলেন, এবং লাফাইয়া পড়িলেন এবং ফ্রাঙ্কের উঠিবার স্থান করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অন্তরে দাঁড়াইলেন ॥

৭. ফ্রাঙ্ক এবং তাঁহার মাতা ঐ টিপি পার হইলেন, এবং সেই টিপির কিঞ্চিৎ অন্তরে, পর মাঠের পথে ফ্রাঙ্ক এক থলো উত্তম বাদাম দেখিলেন ॥

৮. "মা" ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "আমার বোধ হয় এ বাদাম ঐ বালকের, যে টুপির ভিতর বাদাম লইয়া ঐ টিপির উপর বসিয়া ছিল, হয়তো তিনি তাহাদের ফেলিয়া গিয়াছেন, এবং জানিতে পারেন নাই। আমি কি উহাদিগের কুড়াইয়া লইব, এবং ঐ ক্ষুদ্র বালকের পশ্চাৎ দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহাকে দিব?" ॥

৯. তাহার মাতা কহিলেন, হাঁ, আমার প্রিয় এবং আমি ও তোমার সহিত ঐ বালকের নিকট ফিরিয়া যাইব"। অতএব ফ্রাঙ্ক ঐ বাদাম সমুদয় কুড়াইয়া লইলেন এবং তিনি এবং তাঁহার মাতা ফিরিয়া গেলেন এবং তিনি ঐ বালককে ডাকিতে লাগিলেন, যিনি তাঁহার ডাক শুনিয়া থামিয়া দাঁড়াইলেন ॥

১০. যেই ফ্রাঙ্ক তাঁহার নিকট আইলেন এবং কথা কহিতে বিশ্রাম লইয়া হাঁপ ছাড়িলেন, তিনি ঐ বালককে কহিলেন, "এই কতক গুলি বাদাম, আমার বোধ হয় ইহারা তোমার, আমি উহাদের ঐ টিপির নিকটস্থ পথে কুড়িয়া পাইলাম" ॥

১১. সেই বালক কহিল, "উহারা আমার বটে, আমি আপনাকে কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করিতেছি। আমি উহাদের ঐ স্থানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম; আপনার উহ

দিগকে ফিরিয়া আনয়ন জন্য আমি অত্যন্ত বাধিত হই লাম॥

১২. ফ্রাঙ্ক দেখিলেন যে ঐ বালক বাদাম পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন; এবং ফ্রাঙ্ক ও আপনি পাইয়াছিলেন বলে, ও যে ব্যক্তির প্রব তাহাকে ফিরিয়া দিয়াছেন বলে, আনন্দিত হইয়া ছিলেন॥

---

৭ পাঠ. দ্বিতীয় বার বাগানে বেড়াইবার কথা।

১. ফ্রাঙ্ক তাহার পর মাতার সহিত যাইতে লাগি লেন; এবং তাঁহারা সবুজ ফটক বিশিষ্ট বাগানে আই লেন। উদ্যানপালক তৎকালে পিঙ্কফুল বৃক্ষের মূলে খোঁদা কাটি পুতিয়া তাহাতে তাহাদের বান্ধিতে ছিলেন।

২. পুষ্প সমুচয় কর্দ্দমে ঝুলিয়া পড়া, এবং বায়ুবেগে ভাঙ্গিয়া যাওয়া নিবারণ করিবার নিমিত্তে তিনি এই প্রকার করিতে ছিলেন।

৩. ফ্রাঙ্ক তাঁহার মাতাকে কহিলেন, যে তিনি অনু মান করেন তিনি ও পুষ্প বৃক্ষের কতক গুলি বান্ধিতে পারিবেন, এবং তিনি উহা চেষ্টা করিতে বাসনা করেন॥

৪. তিনি (ফ্রাঙ্কের মাতা) উদ্যান পালককে জি জ্ঞাসা করিলেন, যে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে ফ্রাঙ্ককে চেষ্টা করিতে দিবেন কি না।

৫. উদ্যানপালক বলিলেন, তিনি দিবেন। এবং

ফ্র্যাঙ্ককে কতক গুলি কাটি ও রজ্জু দিলেন ; এবং ফ্র্যাঙ্ক কাটি গুলিকে ভূমিতে পুতিতে লাগিলেন, এবং তাহার সহিত পিঙ্ক ফুল ও বৃক্ষদিগের বান্ধিতে লাগিলেন ; এবং তিনি বলিলেন, "মা, আমি কিছু কার্য্যে হই য়াছি," এবং যতক্ষণ এই প্রকারে নিযুক্ত ছিলেন ততক্ষণ তিনি সুখি ছিলেন।

৬. পুষ্প সমুদয় বন্ধন হইলেপর, উদ্যানপালক চেরি ফলের বৃক্ষের নিকট গেলেন যাহা প্রাচীরের গায়ে প্রেকদ্বারা বদ্ধ করা ছিল ; এবং তিনি তদুপরি-বিস্তারিত জাল নামাইলেন॥

৭. ফ্র্যাঙ্ক তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই জাল উহার উপরে বিস্তারিত করা ছিল কেন॥

৮. তিনি তাঁহাকে কহিলেন, যে পক্ষিদ্বারা চেরিফল ঠোকরাণ এবং আহার করা নিবারণ করিবার নিমিত্তে॥

৯. চেরিফল সমুদয় পক্ক দেখাইতেছিল, এবং উ-দ্যানপালক তাহাদের সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল॥

১০ ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কতকগুলি চেরি ফল সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন কি না॥

১১. তাঁহার মাতা বলিলেন, "হাঁ, আমি বোধ করি উদ্যানপালক তোমাকে তাহার চেরিফল পাড়িতে দি-বেন, কারণ তিনি দেখিয়াছেন যে অনুমতি ভিন্ন তাঁহার কোন দ্রব্যে হাত দেও নাই॥

১২. উদ্যানপালক কহিলেন, যে তিনি তাহাকে

...দন করিলেন, এবং ফ্রাঙ্ক আহ্লাদিত হইলেন, এবং যত পক্ব চেরি হাত বাড়াইয়া পাইলেন তাবৎ পাড়িলেন।

---

৬ পাঠ. দ্বিতীয়বার বাগানে যাইবার কথা পরিশেষ।

১. উদ্যানপালক ফ্রাঙ্ককে নিজ মানস ব্যক্ত করিলেন যে তিনি কোন অপক্ব চেরি পাড়িবেন না, এবং তাঁহার মাতা ফ্রাঙ্ককে একটা পাকা ও একটা কাচা চেরি ফল দেখাইলেন, যে তিনি তদ্দ্বারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কি ভিন্নতা তাহা জানিতে পারিবেন।

২. এবং তিনি (ফ্রাঙ্কের মাতা) উদ্যানপালকের নিকট যাচ্ঞা করিলেন যে তিনি ফ্রাঙ্ককে এই দুইটি চেরি ফল আস্বাদন করিতে দিবেন, যে তদ্দ্বারা তিনি উহাদিগের স্বাদুর তেদাতের জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

৩. উদ্যানপালক কহিলেন "আপনি যদি লইতে ইচ্ছা করেন ম্যাম;" এবং ফ্রাঙ্ক চেরি ফলদ্বয় আস্বাদন করিলেন, এবং দেখিলেন যে পক্ব চেরিফল মিষ্ট ও কাচা চেরি অম্ল।

৪. উদ্যানপালক তাঁহাকে বলিলেন যে যে-সকল চেরি এক্ষনে অপক্ব আছে তাহারা অল্প দিবস মধ্যে পক্ব হইবে, যদি বৃক্ষে থাকিতে পায় এবং রৌদ্র হয়।

৫. এবং ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "মা, আপনি যদি অল্প দিনের মধ্যে আমাকে এখানে আবার সঙ্গে লইয়া আই

সেন, আমি এই চেরিফল-দিগের দেখিব, যে তাহারা পক্ব হয় কি না”।

৬. ফ্রাঙ্ক সাবধানপূর্ব্বক কেবল পক্ব চেরিফল পাড়িলেন; এবং যখন উদ্যানপালক দ্বারা আদেশিত ঝুড়ি তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন, উদ্যানপালক তাহা হইতে চার পাঁচ থলো সুপক্ব চেরি বাছিয়া তাঁহাকে দিতে চাহিলেন।

৭. ফ্রাঙ্ক বলিলেন, “মা, আমি কি উহাদিগের লইতে পারি?” তাঁহার মাতা কহিলেন, “হাঁ, আমার প্রিয় তুমি লইতে পার।

৮. তখন তিনি তাহাদের লইলেন, এবং উদ্যান পালককে, তাহাদের দেওন জন্য, তিনি নমস্কার করিলেন, এবং ইহার পর তিনি এবং তাঁহার মাতা উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

৯. তিনি তাঁহার মাতাকে কিছু চেরি ফল আহার করিতে যাচ্ঞা করিলেন; এবং তিনি এক থলো লইলেন এবং কহিলেন তাহারা তাঁহাকে ভাল লাগিল। ফ্রাঙ্ক কহিলেন, “আমি আর এক থলো পিতার জন্যে রাখিব কারণ আমি জানি তিনি ও চেরি ফল ভাল-বাসেন”।

১০. ফ্রাঙ্ক তাঁহার পিতার নিমিত্তে যে থলো রাখিয়াছিলেন তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট তাবৎ আপনি ভক্ষণ করিলেন; এবং কহিলেন, “মাতা, আমাকে আপনি একটি ক্ষুদ্র উদ্যান, এবং তাহাতে বপন জন্য কিছু বীজ প্রদান করিবেন”।

৯ পাঠ. উদ্যান হইতে বাটীতে আসিবার কথা।

১. যেমন তাহারা বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছিল, তাহারা যে মাঠ দিয়া আসিতেছিল তথায় এক বালক-ক দেখিল. তাহার হস্তে শ্বেতকাগজ নির্ম্মিত এক দ্রব্য ছিল, তাহা বায়ুতে ঝটপট করিতেছিল।

২. ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "মা ও কি"। তাহার মাতা বলিলেন ও একখানা কাগজের ঘুড়ি, আমার প্রিয়; তোমার ইচ্ছা হয় তো ঐ বালককে এই ঘুঁড়ি উড়াইতে দেখিতে পাইবে"।

৩. ফ্রাঙ্ক বলিলেন "ঘুড়ি উড়ান কি বলিলে আমি বুঝিতে পারিলাম না, মা." "ঐ দিগে বালক কি করিতেছে চাহ, এবং তুমি দেখিতে পাইবে"।

৪. ফ্রাঙ্ক চাহিলেন, এবং দেখিলেন যে ঘুড়িখানা ঊর্দ্ধ্বে উড্ডীয়মান হইতেছে; এবং ইহা বৃক্ষাদি অপেক্ষা উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল. এবং ক্রমশঃ অধিক ঊর্দ্ধে উঠিল যতক্ষণ না মেঘাস্পর্শ করিতেছে এমৎ বোধ হইল, এবং যতক্ষণ না একটি কাল চিহ্নাপেক্ষা বৃহৎ দেখাইল; এবং অবশেষে ফ্রাঙ্ক ইহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না॥

৫. যে বালক ঘুড়ি উড়াইতেছিল সে এক্ষণে ফ্রাঙ্ক যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন তথায় দৌড়িয়া আইল; এবং ফ্রাঙ্ক দেখিলেন সে ঐ বালক যাহাকে তিনি জাম ফিরিয়া দিয়াছিলেন।

৬. ঐ বালকের হস্তে একগাছা রজ্জুর এক দিগ ছিল,

এবং অন্য দিগে ফ্রাঙ্কের মাতা তাঁহাকে কহিলেন ঘুড়িতে বন্ধন করা ছিল।

৭. ঐ বালক রজ্জুকে তাঁহারদিকে টানিতে লাগিলেন, এবং একটা কাষ্ঠে জড়াইতে লাগিলেন; এবং ফ্রাঙ্ক ঘুড়িকে আবার অধোদিগে নামিবার সময় দেখিতে পাইলেন; এবং ইহা উত্তরোত্তর নীচাভিমুখে আসিতে লাগিল এবং অবশেষে ভূমিতে পতিত হইল।

৮. উহা যে বালকের দ্রব্য সে এক্ষণে উহাকে আনিতে গেল; এবং ফ্রাঙ্কের মাতা বলিলেন, "আমরা এখন সত্বর হইয়া বাটী যাইব"।

৯. ফ্রাঙ্ক তাঁহার মাতার পশ্চাৎ২, ঘুড়ির বিষয়ক নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে২ গেলেন; এবং বাটীর নিকটবর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার হস্তস্থিত চেরিফলের থলো নাই।

---

১০ পাঠ. উদ্যান হইতে বাটীতে আসিবার কথা পরিসমাপ্ত।

১. যখন তাঁহার মাতা বলিলেন, "ঐ তোমার পিতা আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন," ফ্রাঙ্ক চীৎকার শব্দে কহিলেন, "হায় হায়, মা, আমার চেরিফল, সেই উত্তম চেরিফলের থলো, যাহা তাঁহাকে দিবার জন্য রাখিয়া ছিলাম"।

২. আমি তাহাদিগের ফেলিয়া দিয়াছি, আমি তাহাদের হারাইয়াছি। আমি ইহার নিমিত্ত বড় দুঃখিত

হইলাম। আমি কি তাহাদের অন্বেষণার্থে যাইতে পাইব? আমার বোধ হয় ঘুড়ি দেখিবার সময় হাতে দের ফেলিয়া দিয়াছি। আমি কি সেই মাঠে তাহাদের অনুসন্ধান করিতে যাইব?"

৩. তাঁহার মাতা বলিলেন, "না আমার প্রিয়, এখন ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

৪. ফ্রাঙ্ক ইহাতে দুঃখিত হইলেন; এবং যে মাঠে ঘুড়ি হারাইয়াছিলেন সেই দিগে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, এবং তিনি দেখিতে পাইলেন যে সেই ঘুড়ি হস্তস্থিত বালক তাঁহার সন্নিকটস্থ মাঠ পার হইয়া অতি বেগে দৌড়িয়া আসিতেছে।

৫. ফ্রাঙ্ক বলিলেন, আমার বোধ হয়, মা, উনি আমাদিগের নিকট দৌড়িয়া আসিতেছেন, আপনি কি এক নিমেষ মাত্র বিলম্ব করিবেন?"

৬. তাঁহার মাতা থামিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সেই বালক তাহাদিগের নিকট হাঁফাইতে২ আসিয়া পঁহুছিল। এক হাতে তাঁহার ঘুড়ি ও অন্য হাতে ফ্রাঙ্কের চেরিফলের থলো ছিল।

৭. ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "হায় আমার চেরিফল। উহাদিগের আমার নিকট আনয়ন নিমিত্ত আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি।"

৮. সেই বালক কহিল, "আমি দেখিতেছি যে তুমি আমাকে বাদাম আনিয়া দিলে আমি যদ্রূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম তুমি ও তদ্রূপ হইয়াছ; আমি যে মাঠে

ঘুড়ি উড়াইতেছিলাম তুমি সেই খানে এই চেরিফল সকল ফেলিয়া আসিয়াছিলে, তাহারা যে তোমার তাহা আমি জানিতাম, কারণ তুমি যখন আমার ঘুড়ির প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলে তোমার হস্তে তখন তাহাদিগের দেখিয়াছিলাম।,

৯. তাহাদিগকে ফিরিয়া দেওন জন্য ফ্রাঙ্ক ঐ বালককে পুনর্ব্বার উপকার স্বীকার করিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার মাতা ও সেই বালককে কহিলেন, হে আমার সদাচারি বালক, তোমাকে আমি ও নমস্কার করি।

১০ আমি যখন তাঁহাকে তাহার বাদাম ফিরিয়া দিয়াছিলাম, মা, তখন আমি সদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম এবং তিনি ও সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন যখন আমার চেরিফল ফিরিয়া দিলেন; তাঁহার সততার নিমিত্তে তাঁহাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম এবং আমার সততার নিমিত্তে তিনি ও আমাকে ভালবাসিয়াছেন আমি বাদামের বিষয়ে যদ্রূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছি তদ্রূপ অন্য সকল বিষয়ে সদ্ব্যবহার করিব।

১১. তাহার পর ফ্রাঙ্ক তাঁহার পিতার সহিতে সাক্ষাৎ করিতে পক্ব চেরিফলের থলো হাতে করিয়া দৌড়িয়া গেলেন এবং তাঁহাকে তাহাদিগের প্রদান করিলেন এবং তাঁহার পিতা পাইয়া তুষ্ট হইলেন।

---

১১ পাঠ. সততা এবং প্রবঞ্চনার কথা।

১. এক সূত্রধর, যে হঠাৎ তাহার বাস নদী মধ্যে

ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে সাহায্যার্থে মারকিউরি দেবতার নিকট প্রার্থনা করিল।

২. মারকিউরি তাঁহার সততা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে প্রথমে এক খান স্বর্ণময় বাস তুলিলেন, কিন্তু সে খান তাহার নয় এই হেতুবাদে সে ব্যক্তি লইতে অসম্মত হইল। ঐ দেবতা তৎপরে যে খানা তুলিয়া আনিলেন সে এক খানা রৌপ্যময় বাস, সেই খানাও উক্ত সূত্রধর উপরোক্ত হেতুবাদে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল।

৩. অবশেষে যাহা হউক, যে বাসখানা জলে পতিত হইয়াছিল সেই খানা তোলা হইল এবং সেই দুঃখি ব্যক্তি এই খানাকে নিজ দ্রব্য বলিয়া দাওয়া করিলেন; ইহাতে মারকিউরি দেবতা, তাহার সততার পুরস্কারার্থে তিন খানা এককালীন তাঁহাকে দান করিলেন।

৪. অন্য এক জন সূত্রধর ঐ প্রকার লাভের ভরসায়, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার বাস জলে নিক্ষেপ করিল, এবং তৎপরে ইহাকে আনিয়া দেওন জন্য মারকিউরি দেবতাকে মিনতি করিল।

৫. প্রথমে স্বর্ণময় বাস, তাহার পর রৌপ্যময় বাস, দুই খানাকে ক্রমেং দর্শান হইল; কিন্তু উভয় অগৃহীত হইল। তৃতীয় খানা যাহা হউক গ্রহণ করা হইল, যে হেতুক সেই খানাই জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

৬. ঐ প্রতারক এক্ষণে অন্য দুই খানা পাইবার আশায় ব্যস্ততা পূর্ব্বক অপেক্ষা করিয়া রহিলে; কিন্তু মারকিউরি দেবতা যখন তাঁহাকে বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া

এই রূপ কহিলেন তখন অতিশয় তিনি অপ্রস্তুত হই. লেন: "ওরে পাপিষ্ঠ নর, জ্ঞাত হও, যে দেবতারা কেবল সততার পুরস্কার করেন, প্রতারণার করেন না।"।

৭. শঠ ব্যক্তিরা যত কেন ধূর্ত্ত হউক না, স্বীয়মান সিক কল্পনায় সদত অসিদ্ধ হয়, এবং তাহাদের নির্লজ্জ ব্যবহারের নিমিত্তে উপযুক্ত দণ্ড পায়।

১২ পাঠ. সকল সৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা ঈশ্বর স্বয়ং সর্ব্বোৎকৃষ্ট

১. আইস, সৌন্দর্য্য বস্তু কি তাহা তোমাকে আমি দেখাইব। সে একটি প্রস্ফুটিত গোলাব, দেখ তিনি কেমন পুষ্পদলের রাণীর ন্যায় কোমল শাখাগ্রে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার পাপড়ি সমুচয় অগ্নির ন্যায় প্রজ্ব-লিত হইতেছে; তাঁহার সৌরভে বায়ু আমোদিত হই. য়াছে; তিনি সকলের নয়ন প্রফুল্লকর হইয়াছেন।

২. তিনি সৌন্দর্য্য বটেন, কিন্তু তদপেক্ষা সৌন্দর্য্য এক বস্তু আছে। যিনি গোলাবকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি গোলাবাপেক্ষা সৌন্দর্য্য; তিনি পরম রমণীয়; তিনি সর্ব্বান্তঃকরণের আনন্দ স্বরূপ হইয়াছেন।

৩. বলবান কি বস্তু আমি তোমাকে তাহা দেখাইব। সিংহ বলবান: যখন তিনি তাঁহার শয্যা হইতে গাত্রো-ত্থান করেন, যখন তাঁহার জটা নাড়েন, যখন তাঁহার গর্জ্জন শব্দ শ্রুত হয়; তখন মাঠের গো মেষাদি পশু

পলায়ন করে, এবং বনের বন্য পশু সমূহ নিজ ২ স্থানে লুক্কায়িত হয়, যেহেতুক তিনি অতি ভীষণ।

৪. সিংহ বলবান বটে; কিন্তু সিংহের সৃষ্টা তদপেক্ষা বলবান। তাঁহার ক্রোধ ভয়ঙ্কর; তিনি আমাদিগকে এক মুহূর্ত্তেক মধ্যে মৃতবৎ করিতে পারেন, এবং তাঁহার হস্ত হইতে আমাদিগকে তখন কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

৫. প্রতাপান্বিত বস্তু কি আমি তোমাকে তাহা দেখাইব। সূর্য্য প্রতাপান্বিত। যখন তিনি নির্ম্মল আকাশে কিরণ দেন, যখন স্বর্গস্থিত জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হয়েন, এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন যত সৃষ্ট বস্তু দৃষ্ট হয় সকলাপেক্ষা তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং প্রতাপান্বিত বস্তু বোধ হয়।

৬. সূর্য্য প্রতাপান্বিত বটেন; কিন্তু যিনি সূর্য্যের সৃষ্টা তিনি সূর্য্য অপেক্ষা প্রতাপান্বিত। চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কারণ তাঁহার জ্যোতিঃ এত উজ্জ্বল যে আমরা তাহা সহ্য করিতে অশক্ত। কি দিন কি রাত্র সকল কালে তাবৎ অন্ধকারাবৃত স্থানে তিনি দেখিতে পান; এবং তাঁহার মুখপ্রভা সকল সৃজ্জিত দ্রব্যের উপর দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

৭. তিনি কে, এবং তাঁহাকে কি বলা যায়, যে আমার ওষ্ঠ তাঁহার গুণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারিবেক।

৮. তাঁহার প্রধান নাম পরমেশ্বর। তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু যাহা ২ তিনি সৃষ্টি করিয়া

ছেন তত্তাবদাপেক্ষা তিনি স্বয়ং অধিকতর উৎকৃষ্ট. তা-হারা সৌন্দর্য্য, কিন্তু তিনিই সৌন্দর্য্যতা, তাহারা বলদ কিন্তু তিনিই বল; তাহারা সম্পূর্ণ, কিন্তু তিনিই সম্পূর্ণতা॥

---

১৩ পশ্বাদির স্বাভাবিক বুদ্ধির কথা।

১. কতকগুলি পশুর স্বাভাবিক বুদ্ধির বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া অত্যুপযুক্ত, এবং তাহাদিগের স্রষ্টা যিনি তাঁহার ক্ষমতা এবং বুদ্ধি তদ্দ্বারা প্রকাশ পায়।

২. জল ভারি হয়, এবং সেই হেতুক শীঘ্র নির্গত হইতে পারে, এই মানসে উটেরা পানাগ্রে পদ দ্বারা ইহাকে ঘোলা করে; কারণ আরেবিয়ার মরুভূমিতে সমস্ত দিন রাত্র জল এবং খাদ্যাভাবে থাকনপ্রযুক্ত উটেরা অতিশয় ধৈর্য্যতার সহিত ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতে অভ্যাসিত আছে।

৩. একটা উষ্ট্র, অর্দ্ধ লিগ অর্থাৎ দেড় মাইল অন্তর হইতে ঘ্রাণদ্বারা জলের স্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়; এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলাভাবে থাকিয়া, পরিচালকেরা না জানিতে২ সত্বর হইয়া ইহার দিকে গমন করে।

৪. অণ্ডে তা দিতে২ যদি মাদি পেরুপক্ষি মৃত হয়, তবে নরটা তাহার কর্ম্ম করে; এবং অণ্ড হইতে শাবক বহির্গত হইলে মাদির ন্যায় যত্নের সহিত তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

৪. শীকারি কুক্কুরদিগের আগমনে, হরিণী আপনি দংশিত হইতে পারে এমন পথে আপনাকে অবস্থিতি করে, এবং তাহাদিগকে তাহার বৎশ হইতে বিমুখ করিতে চেষ্টা করে।

৫. অনুধাবন এড়াইবার নিমিত্তে শশক বিলক্ষণ চতুরতার সহিত পরিভ্রমণ করে, এবং যতবার তাহাকে তাড়না করা হয় ততোধিক কৌশল প্রকাশ করে। এবং এক কণ্টকময় নিবীড় ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে লম্ফ দিয়া পড়ে, তদ্দ্বারা ঘ্রাণ যায়, সুতরাং কুক্কুরেরা বিপথগামি হয়।

---

১৪ পাঠ. অনিষ্টাভিলাষের দণ্ড।

১. একটা সিংহ এক বন্য শূকরের মৃত দেহ তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া এক শঙ্কট রোগাক্রান্ত হইয়াছিল।

২. তাবৎ বন্যপশু এই কালে ঝাঁকে ঝাঁকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, এবং কেবল খেঁকশৃগাল একাকী অনুপস্থিত থাকাতে বৃক রেনার্ড নামক শৃগালকে অহঙ্কার, এবং রাজার প্রতি অকৃতজ্ঞতার অপবাদ দিবার এই উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিল।

৩. তাহার এই কুৎসার সময়ে খেঁকশৃগাল আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সিংহের মূর্ত্তি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়াছে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে, রাজভক্তি প্রকাশ সূচক বাক্যে কহিল, "মহারাজ যেন চির জীবি হয়েন"।

৪. তৎপরে সিংহের দিকে ফিরিয়া কহিল, “ আমি এইখানে অনেককে দেখিতেছি যাহারা কেবল বাক্য দ্বারা মহারাজার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করে, কিন্তু আমি, মহারাজার পীড়ার সংবাদ শ্রবণাবধি, দিবারাত্রি আপনকার রোগের ঔষধ অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলাম, এবং পরিশেষ এমন একটা তত্ত্ব করিয়া পাইয়াছি যে তদ্দ্বারা প্রতীকার অবশ্যই হইবে।

৫. সে কি, না একটা নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের চর্ম্ম তাহার পীঠ হইতে ছাড়াইয়া উষ্ণ থাকিতেং আপনার অঙ্গেতে বসাইতে হইবেক।

৬. এই প্রস্তাব না হইতে২ তৎক্ষণাৎ ইহাতে সম্মতি হইল; এবং যখন এই কর্ম্ম (অর্থাৎ চর্ম্ম খোলা, হইতেছিল, খেঁকশিয়াল ব্যঙ্গ সচক ইষদ্ধাস্য সহ নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের কর্ণকুহরে নিঃশব্দে এই হিতজনক নীতি বাক্য কহিল, “ যদি নিরাপদে থাকিতে বাসনা কর তো, অন্যের অনিষ্ট কল্পনা না করিতে শিক্ষা কর। ”

---

১৫ পাঠ. অসাবধানতার ভর্ৎসনা।

১. জেন্ পক্ষি, গুটিপোকা এবং ক্ষুদ্র২ পশ্বাদি পোষিতে বড় ভালবাসিতেন; যদবধি যত্নের সহিত তাহাদিগকে পালন করিয়াছিলেন তাঁহার খুড়ি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করেন নাই। কিন্তু এক দিবস তাহার খুড়ি দেখিলেন যে পক্ষি পিঞ্জর সকল অপরিষ্কার আর কাচ পাত্র সমূহ প্রায় জল ও বিচি শূন্য রহিয়াছে॥

গুটিপোকা সকল এক গোছা শুষ্ক পত্রোপরি বাহিয়া হাদিগের আহার যোগ্য এক খানা সরস পত্র অন্বেষণ করিতেছিল ॥

শশকগণ ওর্ট * এবং শস্যাভাবে পিঞ্জরের ঝাঁজির নিকট আসিয়া চিঁ২ শব্দ করিতেছিল; কাঠবিড়াল হার অভাবে বাসন আধারস্থিত বিস্কুট তত্ত্বে যাইয়া পেয়ালা সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; এবং রা অন্যান্য বাসন ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছিল।

তাঁহার খুড়ি সুযোগ পাইবা মাত্র (কারণ তিনি ন্যের সাক্ষাতে বাটীর সন্তানাদি কিম্বা ভৃত্যকে তির- করিবেন না এই প্রকার এক নিয়ম করিয়াছিলেন) কে আশ্রয়হীন পক্ষাদির অবস্থার কথা কহিলেন।

ইহা শ্রবণে তিনি এমত্প্রকার দুঃখিত হইলেন, অশ্রুপাত করিলেন, এবং পশু পক্ষিদিগের স্বাধীনতা ভ চাহিলেন; কিন্তু এ কথায় তাঁহার খুড়ি সম্মতা সেন না, ভাল জেনে যে বহু কালাবধি রুদ্ধ থাকিয়া রা নিজ২ আহারাদি আহরণে অসমর্থ হইয়াছে।

জেন্ অন্যান্য অল্প বয়স্ক বালাদিগের সাহিত তে এত ব্যস্ত ছিলেন, বিশেষতঃ পুঁতুলদিগের

* ওর্টের ন্যায় শস্য এদেশে দেখা যায় না, সুতরাং ভাষায় ইহার নাম ও পাওয়া যায় না।

বস্ত্র পরাইতে এবং দুলিবার ঘোটক পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে, যে তাঁহার ক্ষুদ্র পশ্বাদির কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অমনোযোগ দ্বারা তাহাদিগের যে অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল ইহা এতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে সেই অবধি তাঁহার পশু পক্ষি দিগে প্রত্যহ যথেষ্ট আহারীয় সামগ্রী দিতেন, এবং পরিষ্কার রাখিতেন।

---

১৬ পাঠ. মিথ্যাবাদি ও সত্যবাদি বালকদিগের কথা।

১. ফ্রাঙ্ক এবং রবর্ট নামক দুইটী অষ্টম বর্ষীয় ক্ষু বালক ছিল।

২. ফ্রাঙ্ক কখন কোন মন্দ করিলে, সর্ব্বদা তাঁহ পিতা মাতাকে তদ্বিষয় কহিতেন; এবং তিনি যে ক করিয়াছেন কিম্বা যে কথা কহিয়াছেন তদ্বিষয়ক কে কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সত্যই কহিতে অতএব যে২ তাঁহাকে জানিত সকলে তাঁহার ক প্রত্যয় করিত; কিন্তু তাঁহার রবর্ট নামক ভ্রাতাকে যে চিনিত কেহ তাহার একটি কথা ও বিশ্বাস করিত কারণ তাঁহার মিথ্যা কহা অভ্যাস ছিল।

৩. যখন তিনি কোন কুকর্ম্ম করিতেন, তাঁহার পিতা মাতার নিকট তদ্বিষয় কহিতে দৌড়িয়া কখনই যাইতেন না, কিন্তু ইহার বিষয়ে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে

তিনি অস্বীকার করিতেন, এবং যে কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা করেন নাই এমন কথা কহিতেন।

৪. রবর্টের মিথ্যা বলিবার কারণ এই, যে দোষ স্বীকার করিয়া প্রকাশ পাইলে পাছে সেই দোষের জন্য দণ্ড পান সেই আশঙ্কা করিতেন।

৫. তিনি এবং ভীত বালক ছিলেন, এবং সামান্য দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু ফ্রাঙ্ক সাহসী বালক ছিলেন, এবং সামান্য দোষ জন্য দণ্ড সহ্য করিতে পারিতেন; রবর্টের মিথ্যা কথন এবং সেই মিথ্যা পশ্চাৎ প্রকাশ হওন জন্য যত দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহার মাতা তাঁহার ক্ষুদ্র অপরাধ জন্য তাঁহাকে এত দণ্ড কখন দেন নাই।

৬. এক দিন সায়ংকালে এই দুইটি বালক এক গৃহে কেবল তাহারা দুই জনে ক্রীড়া করিতেছিল, তাহাদিগের মাতা পর গৃহে ইস্ত্রি করিতেছিলেন এবং তাহাদিগের পিতা ক্ষেত্রে কর্ম্মে গিয়াছিলেন, অতএব সেই গৃহে রবর্ট এবং ফ্রাঙ্ক ভিন্ন আর কেই ছিল না, কিন্তু অগ্নি পার্শ্বে টুস্কি নামক একটি ক্ষুদ্র কুক্কুর শয়ন করিয়াছিল।

৭. টুস্কি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্রীড়াকারক কুক্কুর ছিল, এবং ঐ বালকেরা তাহার প্রতি আশক্ত ছিল।

৮. রবর্ট ফ্রাঙ্ককে কহিলেন, "ঐ টুস্কি অগ্নিপার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রিত আছে, আমরা যাইয়া উহাকে জাগৃত করি আইস, এবং সে আমাদিগের সহিত খেলা করিবেক

৯. ফ্রাঙ্ক কহিলেন, " হাঁ, তাই করি আইস" একথে টুষ্টিকে জাগাইবার নিমিত্তে তাহারা উভয়ে উনুনের দিকে দৌড়িয়া গেল।

১০. এখন উনুনের উপর এক বেসালি দুগ্ধ ছিল, এবং ইহা যে কোথায় আছে তাহা ঐ ক্ষুদ্র বালকেরা দৃষ্টি করেন নাই; কারণ ইহা তাহাদিগের পশ্চাতে ছিল: উভয় যেমন কুক্কুরের সহিত খেলা করিতেছিল, পদাঘাত দ্বারা ইহাকে ফেলিয়া দিল; বেসালি ভাঙ্গিয়া গেল এবং সমস্ত দুগ্ধ উনুনের উপর এবং ঘরের মেজের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

১৭ পাঠ. সত্যবাদি এবং মিথ্যাবাদি বালকদিগের কথা (ক্রমশঃ)

১. যখন ঐ ক্ষুদ্র বালকেরা তাহারা কি করিয়াছে দেখিল, তাহারা অতিশয় দুঃখিত এবং ভয় প্রাপ্ত হইল; কিন্তু কি যে করিবে তাহা নিশ্চয় করিতে পারিল না: তাহারা অনেকক্ষণ কথা না কহিয়া দাঁড়াইয়া ভগ্ন বেসালি ও ছড়ান দুগ্ধ প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল।

২. রবর্ট প্রথমে বাক্য কহিলেন। "অদ্য রাত্রে আমরা পানার্থে দুগ্ধ পাইব না," এই কথা বলিলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ফ্রাঙ্ক বলিলেন, রাত্রে আহারের সময় দুগ্ধ পাইব না? কেন পাইব না? বাটীতে কি আর দুগ্ধ নাই?

৩. হাঁ, কিন্তু আমরা তাহার কিছুই পাইব না; তো

াৱ মনে নাই, গত সোমবারে যখন আমরা দুগ্ধ ফে- লিয়া দিয়াছিলাম, মা বলিলেন, আমরা অতি অসাব ানি, এবং পুনর্ব্বার এমন কর্ম্ম করিলে আর পানার্থে াইব না; এবং সেই বার এই; অতএব অদ্য রাত্রে াহারের সময়ে দুগ্ধ পাইব না"।

৪. ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "আচ্ছা, আমরা উহা ব্যতীত াইব, এই পর্য্যন্ত, আমরা অন্যবারে অধিক সতর্ক াকিব; বড় গুরুতর ক্ষতি হয় নাই; আইস আমরা দৌড়িয়া গিয়া মাতাকে বলি।

৫. তুমি জান কোন দ্রব্য যদি আমরা ভাঙ্গি মাতা াহাকে তৎক্ষণাৎ কহিতে সর্ব্বদা আজ্ঞা করেন, "অত ," তিনি তাঁহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া কহিলেন, আইস";

৬. রবর্ট উত্তর করিলেন, "আমি এখনি আসিব, ক্ষ এত ব্যস্ত হইও না। তুমি এক মুহূর্ত্তক বিলম্ব করিতে ার না?" ইহাতে ফ্রাঙ্ক অপেক্ষা করিলেন, এবং তাহার ে বলিলেন "এখন আইস, রবর্ট"। কিন্তু রবর্ট উত্তর রিলেন, আর কিঞ্চিৎকাল থাক; আমার এখন যাইতে াহস হয় না আমার ভয় করিতেছে"।

৭. ছোট বালকেরা আমি তোমাদিগকে পরামর্শ িতেছি তোমরা কখন সত্য কহিতে শঙ্কিত হইও না, খন বলিও না, "এক মুহূর্ত্তক থাক" এবং "আর ক্ষণ াল থাক"; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সত্বর হইয়া যাও, এবং াহা মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে তাহা কহ।

৮. যতোধিক কাল বিলম্ব করিবে তত তোমার সত্য কহিতে আশঙ্কা বৃদ্ধি হইবেক; অবশেষ হয়তো সত্য কহিতে তোমার আদপে সাহস হইবে না। রবর্টের কি হইয়াছিল স্মরণ কর।

৯ যতোধিক কাল তিনি অপেক্ষা করিলেন, ততোধিক তাঁহার দুঃখ ফেলিয়া দেওনের কথা মাতাকে কহিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন; এবং শেষকালে তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে হাত টানিয়া লইলেন, এবং কহিলেন "আমি আদপে যাইব না, ফ্রাঙ্ক তুমি একাকী যাইতে পার না"।

১০. ফ্রাঙ্ক উত্তর করিলে "আমি তাই যাইব, আমি একা যাইতে ভয় করি না, আমি কেবল উত্তম স্বভাব হেতু তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়াছিলাম, কারণ আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে তুমি ও সত্য কহিতে বাসনা করিবে"

১১. "হাঁ, আমি ও সত্য কহিব; আমি জিজ্ঞাসিত হইলে সত্য কহিব; কিন্তু এখন আমার যাওয়া আবশ্যক করে না, এখন যাইতে মনস্থ না; আর তোমারি বা যাইবার আবশ্যক কি? তুমি এখানে থাকিতে পার না? মাতা তো গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র দুগ্ধ নিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইবেন"।

---

১৪ পাঠ. সত্যবাদি ও মিথ্যাবাদি বালকদিগের কথা (ক্রমশঃ)

১. ফ্রাঙ্ক আর কিছু বলিলেন না; কিন্তু যেমন তাহার

ভ্রাতা আইলেন না, তিনি তাঁহা ব্যতীত গেলেন।

২. তিনি পরগৃহের দ্বার খুলিলেন, যেখানে তাঁহার মাতা ইস্ত্রি করিতেছিলেন; কিন্তু যখন তিনি ভিতরে গেলেন তখন দেখিলেন যে তিনি বাহিরে গিয়াছেন; এবং তিনি বিবেচনা করিলেন যে ইস্ত্রি করিবার নিমিত্তে আরো অধিক বস্ত্র আনিতে গিয়াছেন।

৩. তিনি জানিতেন যে বস্ত্র সকল বাগানের ঝোপের উপর শুকাইবার জন্য ঝুলিতে ছিল, ইহাতে মনে করিলেন যে তাঁহার মাতা সেই খানে গিয়াছেন, এবং যাহা হইয়াছে সেই বিষয় বলিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ দৌড়িয়া গেলেন।

৪. এখন ফ্রাঙ্ক যাইলে পর রবর্ট সেই ঘরে একাকী ছিলেন; এবং যতক্ষণ তিনি একাকী ছিলেন ততক্ষণ তাঁহার মাতার নিকট কি ওজর করিবেন শুদ্ধ তাহা ভাবিতে ছিলেন, এবং ফ্রাঙ্ক যে তাঁহাকে সত্য কহিতে গিয়াছে তজ্জন্য ভাবিত ছিলেন।

৫. তিনি আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন, "যদি ফ্রাঙ্ক এবং আমি উভয়ে একত্র হইয়া বলি, যে আমরা বেসালি ফেলিয়া দেই নাই, তিনি আমাদিগের কথা প্রত্যয় করিবেন, এবং তাহা হইলে আমরা রাত্রে শয়ন পার্শ্বে দুঃখ পাইব। আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম যে ফ্রাঙ্ক তাঁহাকে ইহার কথা কহিতে গিয়াছেন"।

৬. এই কথা যখন আপনাআপনি বলিতেছিলেন, তখন শুনিলেন যে তাঁহার মাতা নীচে নামিয়া আসিতে

ছেন। হা, হা! (আপনাআপনি কহিলেন) মা তবে বাহিরে বাগানে যান নাই, এবং ফ্রাঙ্ক ও তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, আমি তবে এখন যাহা ইচ্ছা তাহা তাঁহাকে কহিতে পারি"॥

৭. তখন এই দুষ্ট ভীত বালক তাঁহার মাতাকে মিথ্যা বলিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

৮. তিনি (তাঁহার মাতা) গৃহ মধ্যে আইলেন; কিন্তু যখন ভগ্ন বেসালি ও ছড়ান দুগ্ধ দেখিলেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "একি একি? এখানে একি কর্ম্ম রবর্ট ইহা কে করিলে?"।

৯. রবর্ট মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি জানি না, ম্যাম"।

১০. "রবর্ট, তুমি জান না! আমাকে সত্য কহ-আমি তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইব না। তুমি কেবল রাত্রে আহার কালীন দুগ্ধ পাইবে না; আর বেসালির বিষয়, তোমার একটি মিথ্যা বলিবার অপেক্ষা, আমার যত বেসালি আছে সকল তুমি ভাঙ্গিবে সে ও বরং ভাল। অতএব মিথ্যা বলিও না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, রবর্ট, তুমি কি বেসালি ভাঙ্গিয়াছ?"

১১. রবর্ট বলিলেন, "না ম্যাম আমি ভাঙ্গি নাই,, এবং তাহার বর্ণ অগ্নির ন্যায় রক্ত বর্ণ হইল। "তবে ফ্রাঙ্ক কোথায়? সে কি ভাঙ্গিয়াছে?" রবর্ট বলিলেন, না মাতা তিনি ভাঙ্গেন নাই"। তাঁহার এই কথা বলিবার কারণ এই, যে তাহার এমন ভরসা ছিল যে ফ্রাঙ্ক

পাইলে তাঁহাকে এই কথা বলিতে রক্ষা করিতে পারি-তেন যে তিনি ইহা করেন নাই।

১২। তাহার মাতা বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক যে করে নাই, তুমি কেমন করে জানিলে? মিথ্যাবাদিরা ওজর দিয়া পরিত্রাণ নিমিত্তে যে প্রকার থামে সেই রূপে থামিয়া২ রবর্ট বলিলেন, "কারণ-কারণ-কারণ, মা আমি সমস্ত ক্ষণ এই ঘরে ছিলাম এবং তাঁহাকে ইহা করিতে দেখি নাই।"

১৯ পাঠ. সত্যবাদি ও মিথ্যাবাদি বালকদিগের কথা (ক্রমশঃ)।

১ "তবে কি প্রকারে বেলাসি ভাঙ্গিয়া গেল? তুমি যদি সমস্তক্ষণ গৃহ মধ্যে ছিলে, তুমি সে কথা বলিতে পার।"

২. তখন রবর্ট একটা মিথ্যা হইতে আর একটা মিথ্যায় যাইয়া উত্তর করিলেন, "আমার বোধ হয় এই কুকুরে অবশ্য ইহা করিয়া থাকিবে।" তাঁহার মাতা বলিলেন, "তুমি তাহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছ?" ঐ দুষ্ট বালক বলিল, "হাঁ।"

৩ তাঁহার মাতা ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, "ট্রুস্টি ট্রুস্টি" এবং ট্রুস্টি, যে অগ্নি সম্মুখে শয়ন করিয়া পাদ-শুকাইতেছিল, যাহা বৃষ্টিতে আর্দ্র হইয়াছিল, লম্ফ দিয়া উঠিল এবং তাঁহার নিকট আইল। তখন তিনি তাহার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা দর্শাইয়া কহিলেন, "ছি২

টুষ্টি,,। "রবর্ট, উদ্যান হইতে এক গাছা ছড়ি আ-
নিয়া দেও, টুষ্টিকে ইহার জন্য অবশ্য প্রহার করা
যাইবে,,।

৪ রবর্ট ছড়ি আনিতে দৌড়িয়া গেলেন. এবং
উদ্যান মধ্যে তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন.
তিনি তাঁহাকে দাঁড় করাইলেন এবং তাঁহার মাতাকে
যাহা২ বলিয়াছেন তত্তাবৎ শীঘ্র২ কহিলেন, এবং
তিনি তাঁহাকে মিনতিপূর্ব্বক অনুরোধ করিলেন যে সত্য
না কহিয়া তিনি যাহা কহিয়াছেন তাঁহাই যেন কহেন।

৫. ফ্রাঙ্ক কহিলেন, "না আমি মিথ্যা বলিব না
কি। টুষ্টি প্রহারিত হইবে! সে দুগ্ধ ফেলে নাই, এবং
ইহার জন্য কখনই দণ্ডিত হইবেক না। আমাকে
মাতার নিকট যাইতে দেও,,।

৬. তাহারা উভয়ে গৃহাভিমুখে দৌড়িয়া গেল
রবর্ট প্রথমে বাটী পঁহুছিল, এবং ফ্রাঙ্ক না ভিতরে আ
সিতে পায় এই মানসে দ্বার রুদ্ধ করিল। তিনি তাঁহার
মাতাকে ছড়ি গাছটা দিলেন।

৭. অবোধ টুষ্টি। সে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল যেমন
তাহার মস্তকোপরি ছড়ি উখিত হইল, কিন্তু সত্য কহি
বার জন্য তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। য
কালে তাহার উপর দণ্ডাঘাত পড়িতেছিল, এমন সময়ে
জানেলাতে ফ্রাঙ্কের গলা শ্রুত হইল।

৮. তিনি যত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে পারিতেন তত
চীৎকার করিয়া কহিলেন, "থাম, থাম,! হে প্রি

মাতা থায়। উনি ইহা করে নাই; আমাকে ভিতরে যাইতে দেও, আমি এবং রবর্ট ইহা করিয়াছি, কিন্তু রবর্টকে প্রহার করিও না,,।

৯. ‘‘আমাদিগের ভিতরে যাইতে দেও, আমাদিগের ভিতরে যাইতে দেও,, বলিয়া চীৎকার শব্দে অন্য এক জন কহিল, যাহা রবর্ট তাহার পিতার স্বর বলিয়া জানিত, ‘‘আমি এই কক্ষ হইতে আসিতেছি, এবং এখানে মার বক্ষ আছে,,।

১০. রবর্ট যখন তাঁহার পিতার স্বর শ্রবণ করিলেন, তখন পাংশের ন্যায় মলিন হইয়া গেলেন, কারণ যখন তিনি মিথ্যা কহিতেন তাঁহার পিতা তাঁহাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করিতেন।

১১ তাঁহার মাতা দ্বারে যাইলেন, এবং উহাকে মোচন করিলেন। ‘‘এ সকল কি?,, এই কথা তাঁহার পিতা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন যেমন তিনি বাটীর মধ্যে আইলেন, অতএব তাঁহার মাতা যাহা২ ঘটিয়া ছিল তত্তাবৎ তাঁহাকে বর্ণনা করিলেন।

---

২০ পাঠ. সত্যবাদি ও মিথ্যাবাদি বালকদিগের কথা (পরিশেষ)।

১. যে ছড়ির সহিত উনিকে প্রহার করিতে যাইতে ছিল, সে ছড়ি কোথায়? এই কথা তাহাদিগের পিতা কহিলেন।

২. তখন রবর্ট যিনি তাঁহার পিতার মুখ তাকিবার

দেখিলেন যে তিনি তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, হাঁটু গাড়িয়া দয়া প্রার্থনা করিলেন, এই বলিয়া "আমাকে এই বার ক্ষমা কর, আমি পুনর্ব্বার আর মিথ্যা কহিব না"।

৩. কিন্তু তাঁহার পিতা বাহুদ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া কহিলেন, "এখন আমি তোমাকে চাবুক মারিব, এবং তাহার পরে আমি ভরসা করি, তুমি আর মিথ্যা কহিবে না"। এমতে রবর্টকে প্রহার করা হইল, যদবধি না তিনি তৎ যন্ত্রণাতে এত চীৎকার করিলেন, যে প্রতিবাসিরা সকলে তাঁহার ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন।

৪. তাঁহার পিতা তাঁহাকে দণ্ড করিলে পর কহিলেন "এখন তুমি আর রজনীতে আহারাভাবে থাকে" তুমি ভোজনার্থে দুঃখ পাইবে না, এবং আরও প্রহারিত হইবে না। দেখ অসত্য বাদিদের কি প্রকার ব্যবহার করা হয়"।

৫. তৎপরে ফ্রাঙ্কের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আইস, আমার সহিত তোমার হস্ত নাড়; তুমি রজনীতে ভোজনকালীন দুঃখ পাইবে না বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই; তুমি সত্য কহিয়াছ এবং দণ্ডিত হও নাই, এবং সকলেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন"।

৬. এবং এক্ষণে তোমার জন্যে কি করিব তাহা বলিতেছি শুন; আমি এই ক্ষুদ্র টুষ্টিকে তোমারে নিজ কুক্কুর হইবার জন্য তোমাকে দিব।

৭. "তুমি তাহাকে আহার দিবে, এবং তাহার লাব

পান লইবে, এবং সে তোমার কুক্কুর হইবে; তুমি তা হাকে প্রহার হইতে রক্ষা করিয়াছ; আমি নিশ্চয় কহিতে পারি যে তুমি তাহার পক্ষে এক দয়াবান স্বামী হইবে। টুষ্টি এখানে আইস,,।

টুষ্টি আইল। তখন ফ্রাঙ্কের পিতা টুষ্টির গলা বন্ধ খুলিয়া লইলেন। আরও কহিলেন যে "কল্য আমি কাংশবণিকের নিকট যাইব এবং তোমার কুক্কুরের নিমিত্তে নূতন গলাবন্ধ প্রস্তুত করিয়া আনিব: অদ্যাবধি তাহাকে তোমার নামানুসারে "ফ্রাঙ্ক' বলিয়া ডাকা যাইবেক।

এবং, পল্লী, প্রতিবাসিদিগের সন্তানেরা যখন জিজ্ঞাসা করিবে যে টুষ্টিকে ফ্রাঙ্ক বলিয়া ডাকা যাইবেক কেন, তখন তুমি তাহাদিগকে আমাদের এই দুই বালকের বৃত্তান্ত বলিও, তাহারা জ্ঞাত হউক যে সত্য ও অসত্যবাদি বালকদিগের মধ্যে ভিন্নতা কি,,।

---

২১ পাঠ সারোদ্ধৃত পদ।

১. অভ্যাস ভিন্ন কোন জ্ঞানোপার্জ্জন হয় না।

২. যদি তুমি পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে চাহ, তবে আলস্য পরিত্যাগ কর।

৩. অন্যের মনেতে ঐ সকল চিন্তা কখন উত্থাপন করিও না, যাহাতে তাহাদিগের ক্লেশ দিবে কিম্বা পাপ করিতে প্রবর্ত্ত করিবে।

৪. বিস্মৃত হইও না যে তোমার জীবনের সারাংশ একটা পুষ্পাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে- সে যেমন প্রস্ফুটিত হইবা মাত্র শুষ্ক হইয়া যায়।

৫. ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা কর তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাকে কল্যাণ করিবেন।

৬. অকথ্য বাক্য প্রয়োগ করিও না, কারণ শীলতার অভাবে জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পায়।

৭. ধন উপলক্ষ করিয়া আপনাকে উচ্চজ্ঞান করিও না; কারণ সে এক দুর্ব্বল মনের লক্ষণ।

৮. দাম্ভিক হইও না, কারণ উভয় ঈশ্বরের নিকট এবং মনুষ্য সমাজে অহঙ্কার ঘৃণ্য হইয়াছে।

৯. যাতনা এবং দরিদ্রতা লইয়া ক্রীড়া করিও না কিম্বা অতি সামান্য কীটকে নির্দ্দয় রূপে ব্যবহার করিও না।

১০ অন্যের সুখের বাহ্যিক দৃশ্য দেখিয়া ঈর্ষা করিও না, কারণ তুমি তাহার অপ্রকাশিত ক্লেশ কত তাহা জান না।

১১. বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ কর; ইহাতে তোমার যথেষ্ট সম্মান বৃদ্ধি করিবেক।

১২. পরমেশ্বরকে ভয় কর, তিনি সকলের সৃষ্টা এবং পাতা।

১৩. দরিদ্র ব্যক্তিকে অপমান করিও না; তাহার দুঃখেতে তাহাকে দয়ার পাত্র করে।

২২ পাঠ. সারোদ্ধৃত পদ।

১. বহুকাল জীবিত থাকিতে এত ইচ্ছা করিও না, কিন্তু সদাচারে জীবন ক্ষেপন করিতে ইচ্ছা করিবে।

২. যাহাতে তোমার কোন সম্পর্ক নাই এমন বিষয়ে লিপ্ত থেক না।

৩. যেমন আর এক ঘণ্টাকাল বাঁচিবে কি না তাহাও নিশ্চয় জাননা তেমনি এক পল ও ব্যর্থ ক্ষয় করিও না।

৪. তোমার জীবন শীঘ্রই গত হইবেক, এই হেতু ইহাকে শ্রেষ্ঠরূপে যাপন কর।

৫. তোমার কর্ম্মকে তুমি চালনা কর, সে যেন তোমাকে চালন না করে।

৬. যদি তোমার বিদ্যা ও বুদ্ধি থাকে, তবে জ্ঞান ও শীলতা ও উপার্জ্জন কর।

৭. যদি নিঃশঙ্কায় থাকিতে চাহ, তবে কাহারও নিন্দা করিও না।

৮. যাহারা কৃতজ্ঞ তাহারা যত যাচ্ঞা করে তদপেক্ষা তাহাদিগের অধিক দেও।

৯. তোমার মিত্রের প্রশংসা কর, আপনার করিও না।

১০. আপনার কর্ম্মের নিগূঢ় বিষয় তত্ত্ব কর, অন্যের বিষয়ের করিও না।

১১. কুসংসর্গ অপেক্ষা একাকী থাকা ভাল॥

১২. যদি পার তো কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিও না।

১৩. তোমার সময়ের উত্তম ব্যবহার করিও, কারণ ইহার ক্ষতি পূরণ করা যাইতে পারে না॥

১৪. প্রথমে পাইবার যোগ্য হও, পশ্চাৎ পাইতে বাঞ্ছা কর।

১৫. অধিকাংশ জনকে ভালবাস, কতককে দয়া কর, কাহাকেও ঘৃণা করিও না।

১৬. হয় তো নিঃশব্দ হইয়া থাক, কিম্বা কিছু উত্তম বাক্য কহ।

১৭. যে কর্ম্ম এক বার ভিন্ন করিতে পার না, তদ্বিষয়ে দীর্ঘকাল বিবেচনা করিও।

১৮. যৌবনাবস্থায় সঞ্চয় কর, বৃদ্ধাবস্থায় ব্যয় কর।

১৯. অন্যের গুণানুসন্ধান কর, এবং আপনার দোষ অনুসন্ধান কর।

২০. সকল কর্ম্ম উত্তম রূপে করিও যেন তাহাদিগেরই দুই বার না করিতে হয়।

---

২৩ পাঠ. ঈশ্বর সকলেরই পিতা।

১. মেষপালের রক্ষকের প্রতি দৃষ্টি কর? তিনি তাহার মেষ সকলের সাবধান লয়েন, তিনি তাহাদিগকে পরিষ্কারং স্রোত প্রবাহ মধ্যে লইয়া যান; তিনি তাহাদিগকে নূতন তৃণপূর্ণ মাঠে চালনা করেন; যদি কোন মেষবৎস শ্রান্ত হয়, তিনি তাহাদিগকে বাহুপরি লইয়া যান; যদি তাহারা কুপথগামি হয়, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন।

২. কিন্তু মেষপালকের পালক কে? তাহার সাবধান কে লয়? তাঁহার যে পথে যাওয়া উচিত সেই পথে

তাঁহাকে কে চালনা করে? এবং তিনি যদি কুপথে ভ্রমণ করেন, তবে তাঁহাকে কে ফিরাইয়া আনিবে?

৩. ঈশ্বরই মেষপালকের পালক। তিনি সকলেরই পালক; তিনি সকলের সাবধান লয়েন; আমরা সকলে তাঁহার পালস্বরূপ হইয়াছি; এবং প্রত্যেক তৃণ, প্রত্যেক বৃক্ষ, মাঠজাত সামগ্রী সেই আহারীয় দ্রব্য হয় যাহা তিনি আমাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন।

৪. মাতা তাঁহার ক্ষুদ্র শিশুকে ভালবাসেন; তিনি ইহাকে তাঁহার ক্রোড়ে করিয়া পালন করেন; আহার দ্বারা ইহার শরীরকে তিনি পোষণ করেন; জ্ঞানদ্বারা ইহার মনকে পূর্ণ করেন, যদি ইহা পীড়িত হয়, তিনি কোমল ভাবে ইহার সেবা করেন; নিদ্রাবস্থাতে ইহাকে চৌকি দেন, তিনি ইহাকে মুহূর্ত্তের নিমিত্তে বিস্মরণ করেন না; কি প্রকারে উত্তম হইতে হয় তিনি ইহাকে তাহায় শিক্ষা দেন; তিনি ইহার উন্নতিতে প্রত্যহ উদ্যুক্ত হয়েন।

৫. কিন্তু মাতার মাতা কে? তাঁহাকে কে সুসামগ্রীর সহিত পোষণ করেন, ও কোমল স্নেহের সহিত তাহাকে চৌকি দেন? তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে কাহার হস্ত বিস্তারিত রহিয়াছে? এবং যদি তিনি পীড়িত হয়েন, তাঁহাকে কে সুস্থ করিবে?

৬. ঈশ্বর মাতার মতা; তিনি সকলেরই মাতা, কারণ তিনি সকলকে সৃজন করিয়াছেন। সকল পুরুষ, এবং সকল স্ত্রী যাহারা এই সুবিস্তারিত জগতে জীবিত আছে

তাঁহার সন্ততি হয়েন; তিনি সকলকে ভালবাসেন, তি
সকলের প্রতি দয়াবান হয়েন।

৭. ভূপতি তাঁহার প্রজাদিগকে শাসন করেন; তাঁহা
মস্তকোপরি স্বর্ণ মুকুট ও তাঁহার হস্তে রাজদণ্ড আছে
তিনি সিংহাসনে উপবেসন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রে
করেন, তাঁহার প্রজারা তাঁহার সম্মুখে ভীত হয়েন; য
তাহারা সৎকর্ম্ম করে তিনি তাহাদিগকে বিপদ হইতে
রক্ষা করেন; এবং যদি তাহারা দুষ্কর্ম্ম করে তিনি তা
দিগকে দণ্ড প্রদান করেন।

৮. কিন্তু রাজার রাজা কে? তাঁহার যাহা আপ
কর্ত্তব্য তাহা করিতে কে আজ্ঞা করে? তাঁহাকে বিপ
হইতে রক্ষা করিবার কারণ কাহার হস্ত বিস্তারি
আছে? এবং তিনি যদি দুষ্কর্ম্ম করেন তবে তাঁহাকে
শাস্তি দিবেন?

৯. রাজার রাজা পরমেশ্বর হয়েন; দীপ্তির শিখ
দ্বারা তাহার মুকুট নির্ম্মিত আছে ও তারা সকলের ঊ
তাহার সিংহাসন স্থিত হইয়াছে। তিনি সকল রাজ
রাজা ও সকল প্রভুর প্রভু; তিনি জীবিত থাকিতে আ
করিলে আমরা জীবিত থাকি ও মরিতে আজ্ঞা করিলে
মরি; এই সমস্ত জগতের উপর তাঁহার প্রভুত্ব আছে এ
তাঁহার সকল সৃষ্ট বস্তুর উপর তাঁহার চক্ষু আছে।

১০. ঈশ্বর আমাদিগের মেষপালক স্বরূপ এই হেতু
আমরা তাঁহার অনুগামি হইব; ঈশ্বর আমাদিগের পিত
এই হেতুক আমরা তাহাকে প্রীতি করিব; ঈশ্বর আমা

শের রাজা এই হেতুক আমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিব।

---

২৪ পাঠ. জ্ঞানাভিমানী জীবের কথা।

১. হে জ্ঞানাভিমানী জীব তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার চক্ষু কিং দর্শন করিয়াছে? এবং তোমার পদ কোথায় ভ্রমণ করিতেছিল?

২. আমি মাঠের ঘন তৃণোপরি পরিভ্রমণ করিতেছিলাম; আমার চতুঃপার্শ্বে পশ্বাদি চরিতেছিল কিম্বা বৃক্ষ ছায়াতে বিশ্রাম করিতেছিল; কর্ষিত ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, গ্রীষ্ম কালের উৎপন্নিত ফল ফুলের সহিত ক্ষেত্র সকল উজ্জ্বলিত হইয়াছিল; এবং সৌন্দর্য্যতার সহিত প্রজ্বলিত হইতেছিল।

৩. তুমি কি আর কিছু দর্শন কর নাই! তুমি কি এত ভিন্ন আর কিছু নিরীক্ষণ কর নাই? হে জ্ঞানাভিমানী স্থান প্রত্যাগমন কর, এ সকলাপেক্ষা ও মহৎ২ বস্তু আছে। মাঠের মধ্যে ঈশ্বর ছিলেন তুমি কি তাহা উপলব্ধি কর নাই? তৃণ ভূষিত ক্ষেত্রে তাঁহারই সৌন্দর্য্যতা ছিল; তাঁহারই ঈষদ হাস্য সূর্য্য কিরণকে তেজস্কর করিতেছিল।

৪. আমি নিবিড় বন মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছি; বায়ু বৃক্ষ গণমধ্যে মৃদু২ শব্দ করিতেছিল; কাষ্ঠবিড়াল এক শাখা হইতে অন্য শাখায় লম্ফ দিয়া যাইতেছিল: এবং

বৃক্ষ শাখা মধ্যে পক্ষিরা পরস্পরের নিকট নিজ২ গীত শুনাইতেছিল।

৫. জল প্রবাহের গুণ২ শব্দ ভিন্ন কি আর কিছু শ্রবণ কর নাই? বায়ুর মৃদু২ শব্দ ভিন্ন কি আর কিছু শ্রবণ কর নাই? প্রত্যাগত হও, হে জ্ঞানাভিমানী জীব, কারণ এতদপেক্ষাও মহৎ২ বস্তু আছে। ঈশ্বর বৃক্ষ সকল মধ্যে ছিলেন; তাঁহার স্বরের শব্দ জল প্রবাহ মধ্যে শ্রুত হইতেছিল; তাঁহারই সুস্বর বৃক্ষ ছায়াতে সঙ্গীত করিতেছিল; তুমি তাহাতে মনোযোগ দেও নাই।

৬. আমি চন্দ্রকে বৃক্ষ সকলের পৃষ্ঠ হইতে উদয় হইতে দেখিলাম। ইহা এক স্বর্ণময় দীপের ন্যায় ছিল। নক্ষত্র সকল, একে২ নির্মল আকাশে প্রকাশমান হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ দেখিলাম কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল উত্থিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, বিদ্যুল্লতা সকল আকাশমণ্ডলে দীপ্তি শালার স্বরূপ শ্রোতের ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিল; দূরাঞ্চলে গর্জন করিতেছিল: ইহা ক্রমে২ নিকটবর্ত্তি হইতে লাগিল এবং আমি ত্রাসযুক্ত হইলাম, কারণ ইহার শব্দ হয় উগ্র ও ভয়ানক।

৭. বজ্রাঘাতের শঙ্কা ভিন্ন কি তোমার অন্তঃকরণে আর কোন শঙ্কা বোধ হয় নাই? বিদ্যুল্লতা ভিন্ন কি ত স্থানে আর কোন দীপ্তিমান ভীষণ বস্তু ছিল না? প্রত্যাগত হও, হে জ্ঞানাভিমানী জীব, কারণ এতদপেক্ষাও মহান বস্তু সকল আছে। ঝটিকা মধ্যে ঈশ্বর ছিলেন;

কি তোমার বোধগম্য হয় নাই? তাঁহার কুণ্ড আ-
চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত ছিল, এবং তোমার অন্তঃকরণ
তাঁহাকে স্বীকার করে নাই।

ঈশ্বর সর্ব্বত্রে আছেন; যত শব্দ শুনি সকলেতে
র স্বর শ্রুত হওয়া যায়। যত বস্তু আমরা দর্শন
সকলেতে তাঁহাকে দৃষ্ট হয়; হে জ্ঞানাভিমানী
ঈশ্বর ভিন্ন কোন প্রবস্তুই নাই; অতএব তোমার
ভাবনাতে যেন ঈশ্বর চিন্তা থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১. ভ্রাতা এবং ভগিনীর কথা।

কোন ব্যক্তির দুইটি সন্তান ছিল, একটি কন্যা
একটি পুত্র। বালকের রূপলাবণ্য সকলে প্রসংশা
কিন্তু বালিকাকে তাদৃশ করিত না।

তাহারা উভয়েই অতি শৈশব অবস্থায় ছিল, এবং
দিন তাহাদিগের মাতার বস্ত্রপরিধানীয় দর্পণের
ক্রীড়া করিতে ছিল।

বালকটি তাঁহার নিজ রূপের দৃশ্যতে মোহিত
আপনাকে আপনি ক্ষনকাল দেখিতে লাগিল,
বিরক্তি জনক রহস্যভাবে আপনি কেমন রূপবান্
তাঁহার ভগিনীকে জ্ঞাপন করিলেন।

তাহাতে ঐ ক্ষুদ্র বালিকা ক্রোধাবিষ্টা হইলেন,
তাহার ভ্রাতার পরিহাস সহ্য করিতে পারিলেন

না. এই বিবেচনায় যে তাহা কেবল তাঁহাকে অপ: করিবার মানসে প্রয়োগ হইতেছে।

৫. সেই হেতুক তাঁহার ভ্রাতার প্রতি প্রতিদে হইবার নিমিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন, এবং ক্রোধভরে কহিলেন, যে এ লজ্জার কথা যে এক খানা গৃহ সজ্জার দ্রব্য যাহা কেবল স্ত্রী লোকদিগেরি অধিকার আছে তাহা লইয় জন বালক এ প্রকার যথেচ্ছানুযায়িক কথা বল।

৬. ঐ উত্তম মনুষ্য তাহাদিগের উভয়কে স্নে আলিঙ্গন করত এবং পিতৃ স্নেহে তাহাদিগের মুখ করিয়া কহিলেন

৭. হে আমার সন্তানেরা, আমি বাসনা করি যে তোমরা যত কাল জীবিত থাকিবে প্রত্যেকে প্রতি দি দর্পণে আপনাদিগকে দর্শন করিবে; তুমি, আমার যেন কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা আপনার রূপে না দেও; এবং তুমি আমার কন্যা যেন তোমার শা রূপলাবণ্য অভাব জন্য দোষ তোমার রীতি ল লাবণ্যদ্বারা ঢাকিতে সমর্থ হও।

---

২ পাঠ. আত্মাভিমানের কথা।

১. একটা গম্ভির পেঁচা আত্মাভিমানে স্ফীত হ এক শুষ্ক দেবতারু বৃক্ষের কোটরে বসিয়া দ্বিপ্রহর চীৎকার শব্দ করিতেছিল।

২. সে বলিতেছিল "যদি আমার শ্রেষ্ঠ মধু

...বার নিমিত্ত না হবে তো এপ্রকার নিঃশব্দ কি জন্যে? ...ধ স্বর শ্রবণ আশয়ে যে নিকুঞ্জ বনচয় এপ্রকার শব্দ হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই; এবং আমি ...গান করি, তখন তাবৎ জগৎ শ্রবণ করে"।

তিনি পুনঃ কহিলেন "বুলবুলস্থ রাত্রের প্রকৃত ...স্বারা অধিকার করিয়াছে। তাহার গলা সুশ্রাব্য এ ...র্থ বটে, কিন্তু আমার তদপেক্ষা অনেকাংশে মিষ্ট।

আরও কহিতে লাগিলেন "তবে কেন আমি সু- ...গায়কদিগের দলে সংযুক্ত হইতে নিঃসাহসী হই? ...ন সেই কথার প্রতিধ্বনি এই প্রকার উক্ত হইল, ...সুরী গায়কদলে যুক্ত হও"।

এই প্রশংসা আভাসে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া প্র- ...ক আগমনে, ঐ পেঁচা নিকুঞ্জবনের সুস্বর মধ্যে আপন ...২ শব্দ মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করিল।

৬. কিন্তু সুস্বরযুক্ত গায়কেরা তাহার শব্দে বিরক্ত হ- ...য়া এবং তাহার নির্লজ্জতায় অমর্য্যাদা বোধ করিয়া এক- ...বাক্যে তাহাকে তাহাদিগের সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ...ল।

৭. অনেক অভিমানী ব্যক্তিদিগের স্বভাব এই প্র- ...কার; অজ্ঞদিগের ধন্যবাদে গর্ব্বিত হইয়া জন সমাজে ...রূপ গুরুত্ব প্রকাশ করে যে তাহা তাহাদিগের কোন ...কারে অর্শায় না; এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানবান ব্যক্তি ব্যূহের নিকট মর্য্যাদা প্রাপ্ত না হইয়া বরং তাহাতে তাহার...দিগকে ত্যক্ত জনক এবং ঘৃণ্যরূপে পরিগণিত করে।

৩ পাঠ. নষ্ট বালকের কথা।

১. রবিনের বয়ঃক্রম প্রায় ছয় বৎসর হইয়াছি তিনি দুষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট ছিলেন না কিন্তু তাহার মা তাহাকে আত্মমত চলিতে দিতেন এবং তাঁহার পিত প্রকার আশঙ্কা করিতেন যে তাঁহার সন্তান যদি কো বস্তু চায় এবং তাহা না পায় তবে নিয়ত ক্রন্দন করি আপনাকে পীড়াগ্রস্ত করিবেক।

২. এই প্রকার আদর প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার ক ক্যার দিন২ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং তাহ বং শাস্ত করা যাইত না, যেহেতুক তাহার পিতা মাত অতি দরিদ্র ছিল।

৩. অবশেষে তিনি বিশিষ্ট রূপে একগুঁয়ে ও দিব অনুরাগী হইলেন. যাহা দেখিতেন তাহাই পাইবা কারণ জেদ করিতেন, এবং যখন না পাইতেন তখ ক্রোধী হইয়া মুখ ভারি করিয়া বসিতেন, খেব দেখাইব জন্য পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিতেন, এবং যে রূপ বল হইত তদনুযায়ীক করিতেন না, কিন্তু তদ্বিপরীত সর্ব্বদ করিতেন।

৪. তাহার পিতা মাতা তাহার এইরূপ দুরাচর দেখিয়া সাতিশয় শোকান্বিত হইলেন, এবং অনুভব করিলেন যে তাঁহার এরূপ ব্যবহার কেবল স্বভাবতঃ দুষ্ট চিত্ত হেতুক হইতেছে।

৫. একদা তাহার মাতা কহিলেন “হায়! আমি এক কালে ভাবিয়াছিলাম যে রবিন আমাদিগের বৃদ্ধাবস্থার

... স্বরূপ হইবেন, এবং আমরা সামর্থ হীন হইলে আমাদিগের পালনার্থে কর্ম্ম করিবেন, যেহেতুক তাহাকে খাওয়াইতে এবং মানুষ করিতে আমরা এত শ্রম স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু তাহার বিপরীত, সে এখন আমাদিগের অসুখের বিশেষ কারণ হইয়াছে।—

তাহার পিতা বলিতে লাগিলেন "উহার রীতি চরিত্র একেবারে নষ্ট হইয়াছে; তাহাকে সকলেই ঘৃণা করিবে, এবং আবশ্যক হইলে তাহাকে কেহ কিঞ্চিন্মাত্র সাহায্য করিবে না"।

সে হয় তো কোন দুষ্কর্ম্ম করিবে, এবং তজ্জন্য তাহার দেশের রাজনিয়ম দ্বারা দণ্ডিত হইবে। তখন সে লজ্জায় এবং ক্লেশে কাল যাপন করিবে। ঈশ্বর করুন এ সকল না হইতেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

এই সকল দুঃখ-জনক চিন্তা ঐ অসুখী পিতামাতার মনে নিয়ত উদয় হইতে লাগিল। তাঁহারা আর তাঁহাদের প্রাত্যহিক কর্ম্মে প্রফুল্লচিত্তে নিযুক্ত থাকিতেন না, আহারাদিতে তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ রুচি হইত কি না। তাঁহাদিগের ভাবনার প্রত্যক্ষ ফল শরীরের স্বাস্থ্য-প্রভৃতি নষ্ট হইল; তাঁহাদিগের বল অবিলম্বে গেল; এক দিন প্রাতে স্বভাবতঃ যে প্রকার থাকিতেন তদপেক্ষা এমন দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের শয্যা হইতে উঠিবার সামর্থ ছিল না।

কিন্তু রবিনের এরূপ কিছুই হয় নাই; তিনি

যেমন প্রত্যহ উঠিতেন সেরূপ উঠিয়া আহার চাহি-লেন। তাহার মাতা বলিলেন "রবিন্, আমি বড় পী-ড়িত আছি। ইহা তোমার জন্য আহরণ করিতে উঠিতে পারি না"।

---

৪ পাঠ. দুষ্ট বালকের কথা, (পরিসমাপ্ত)

১. এই দৃশ্যতে তাহাকে অতিশয় দুঃখিত করিল তিনি মশারি পুনর্ব্বার ফেলিয়া দিলেন, শয্যাপার্শে বসিয়া রহিলেন, এবং হস্তদ্বয় দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিলেন.

২. তিনি বলিতে লাগিলেন "আমি কি দুর্ভাগ যদি আমার পিতা মাতা মরেন তো আমার দশা কি হবে। আমাকে কোন স্থানে প্রবেশ করিতে দেয় না এবং আমি এক টিকলা রুটিও পাইতে পারি না। আমি তো তবে অতিশয় দুর্ভাবান্বিত!

৩. হায় আমার দুঃখিনী মাতা! তিনি আমাকে স-র্ব্বদা, কেমন ভাল বাসিতেন, এবং আমি তাঁহাকে কেমন শোকাকুলা করিয়াছি! এবং আমার পিতা, আমার প্রি-পিতা হায়! কে বলিতে পারে, হয় তো তাঁহারা উভয়েই মরিবেন।

৪. রবিন ক্ষণকাল গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন: তৎপরে অবিলম্বে এক প্রতিবাসির বাটীতে গেলেন, এবং তাহার পিতামাতার প্রাতঃকালীন আহার আয়োজন নিমিত্তে কিঞ্চিদ্দুগ্ধ এবং রুটি প্রার্থনা করিলেন তাহার কাতরতায়, এবং তিনি যে প্রকার নম্রভাবে তাঁহা-

...গের সম্বোধন করিলেন তাহাতে, তাহার আবেদন
...জে শ্রুত হইল।

৫. "আচ্ছা," সেই দয়াল ব্যক্তি কহিলেন "এই রুটী
...টির অর্দ্ধেক লও, আর দুগ্ধের কিয়দংশ তাহার সঙ্গে
..., এবং যাইয়া তোমার জনক জননীর নিমিত্তে উষ্ণ
...। তাঁহারা তোমার কারণ এতকাল গুরুতর পরিশ্রম
...রবার পর তুমি যে এপ্রকার তাঁহাদিগের প্রাতঃকালীন
...জনের সামগ্রী আয়োজন করিবে এ অতি ন্যায্য
...।

৬. রবিন ঐ দুগ্ধ এবং রুটি লইয়া গেলেন, বাটীতে
...লেন, একটা অগ্নি জ্বালিলেন, এবং তদুপরি একটা
...বসাইয়া দুগ্ধ উষ্ণ করিলেন। এবং ইহা প্রস্তুত
...লে শয্যার নিকট একটা ছোট টেবিল টানিয়া আ-
...নেন।

তাঁহার মাতা তাঁহাকে গৃহ মধ্যে নড়িতে শুনিয়া
...কে কহিলেন "রবিন কি করিতেছে?" তাঁহার স্বামী
...র করিলেন "আমার বোধ হয় কোন ভাল কর্ম্ম করি-
...চে না।" তিনি (রবিনের মাতা) কহিলেন "দেখ"।

... রবিন পরিশেষে ঐ দুগ্ধপূর্ণ পাত্রের সহিত এবং
... দুইখানা কাচ-বাসন পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার পিতা
...র নিকট আইলেন। তিনি কহিলেন "হে প্রিয়
...পিতা, হে প্রিয় মাতা, তোমাদিগের দুই জনের নিমিত্ত
...আমি প্রাতঃকালীন আহারের সামগ্রী আনিয়াছি।"

৮. তাঁহার পিতা আহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,

"ইহা কি তুমি প্রস্তুত করিয়াছ, তোমাকে এত দুগ্ধ রুটি কে দিলে?"

১০. রবিন উত্তর করিলেন, "আমাদিগের প্রতিবাসি দিয়াছেন।" তাহার পিতা মাতা তাঁহাকে তখন ঐ পাত্র দ্বয় পুনর্ব্বার নামাইতে আজ্ঞা করিলেন। আহ্লাদে তাঁহাদিগের চক্ষু প্রজ্বলিত হইল। তাঁহারা বলিলেন "হে প্রিয় সন্তান এখানে আইস; তোমার যে প্রকার হওয়া উচিত এখন তাহা হইয়াছে. তুমি আমাদিগের উভয়কে এক প্রকার পুনর্জীবিত করিয়াছ।"

১১. এই কথা বলিয়া তাঁহারা তাহাদিগের হস্ত বিস্তার করিয়া দিলেন; রবিন তাঁহাদিগের আলিঙ্গনে মগ্ন হইলেন, এবং তাঁহাদিগের চক্ষুর জল আপনার অশ্রু মিশাইয়া তাহাদিগকে যত শোক দিয়াছিলেন তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং এমত অঙ্গীকার করিলেন যে ভবিষ্যতে তাহার সদাচরণ দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইবেন।

১২. এমন দিনের সুখে ঐ দয়াবান পিতাকে এবং স্নেহান্বিতা জননীকে পুনশ্চেতন করিল; ঐ ক্ষুদ্র বালক আপনি সুখী হইলেন। তাঁহাকে যেং চিনিত তিনি সকলের প্রেম উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার পিতা মাতার নিকট হইতে ন্যায্য মত আদর পাইতে লাগিলেন।

"আমি আমার জননীকে অনশনে মরিতে দিব না। আমি তাঁহার জন্য কর্ম্ম করিব। আমি তাঁহার ভরণ পোষণ করিব। আমি ভরসা করি, পরমেশ্বর আমাকে কৃতার্থ করিবেন, এবং আমার কর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন"।

৬. তিনি যে শহরে বাস করিতেন তত্রস্থ একটা কর্ম্মালয়ে গিয়াছিলেন, এবং কিছু কার্য্য পাইয়াছিলেন। তিনি ঐ কারখানায় প্রতি দিন যাইতেন, এবং দৃঢ়রূপে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার কেবল একাকীর ভরণ পোষণ উপযুক্ত যে প্রকার কার্য্য করা প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেন; এবং সায়ংকালে তাহার প্রাত্যহিক বেতন আনিয়া দুঃখিনী জননীকে দিতেন।

৭. প্রাতঃকালে কার্য্যে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার মাতার কারণ সর্ব্বদা গৃহ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন; এবং তাঁহার নিমিত্তে প্রাতঃকালীন আহার আয়োজন করিয়া রাখিতেন; এবং তাঁহার অনুপস্থিতে যাহাতে তাঁহাকে [illegible] রাখিতে পারে তত্তাবৎ করিয়া যাইতেন।

৮. সেই উত্তম বালক বিবেচনা করিলেন, যে যদি তাঁহার মাতা পড়িতে শিখেন, তবে তাঁহার নিকট তিনি (সেই বালক) যখন না থাকেন তখন তিনি আপনাকে আপনি আমোদিত করিতে ও নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন। অতএব তিনি যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহাকে পড়িতে শিখাইলেন।

৬ পাঠ. বাহ্যিক দৃশ্য বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে।

১. একটা হিরক আপন পার্শ্বে এক আলমারির মধ্যে অন্য রত্নের মধ্যে একখানা চুম্বক প্রস্তর দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে সেখানে কিপ্রকারে রহিল, যেহেতুক তাহাকে একখানা যৎকিঞ্চিৎ প্রস্তর বই উজ্জলতর দেখাইতেছে না, এবং তাহাতে এমত কোনো উৎকৃষ্ট গুণ নাই যদ্দ্বারা সে এপ্রকার সম্ভ্রম পদে অভিষিক্ত হইতে পারে; তৎকালে আরও তাহার নিকট এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে সে যেমন উপযুক্ত দূরে যেন থাকে এবং তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদিগের উপযুক্ত সম্মান করে।

২. চুম্বক প্রস্তর কহিল, "আমি দেখিতেছি তুমি কেবল বাহ্যিক দৃশ্য দ্বারা বস্তুর গুণাগুণ বিচার কর; এবং সেই নিয়মে লোকেও যে বিচার করিবে তোমার তাহা লাভের বিষয় বটে; কিন্তু আমি তোমাকে সাহস পূর্ব্বক কহিতেছি যে আমার বাহ্যিক দোষ যাহা আছে তাহার প্রতিকার আমি আমার আন্তরিক গুণের দ্বারা করি।

৩. নাবিক বিদ্যার সমধিক উন্নতি কেবল আমার দ্বারা হইয়াছে। আমার দ্বারা পৃথিবীর দূর ভাগ সকল জানিত হইয়াছে, এবং পরস্পরে যাতায়াতের সুগম হইয়াছে; দূরস্থ জাতিরা সংবোধিত হইয়াছে; পরস্পরের সহিত আলাপন দ্বারা আপনাপন অভাব মোচন করি

তেছে ; এবং এক দেশের যে বিশেষ সুখ তাহা তাহা

ভোগ করিতেছে।

৪ গ্রেট বিটনের ধন ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা আমা

দ্বারা হইয়াছে ; এবং শিল্প বিদ্যা ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে

আধুনিক উন্নতির অনেকাংশে আমা হইতে হইয়াছে।

৫. তুমি যতটুকু প্রশংসার যোগ্য তাহা আমি দি

ইচ্ছুক আছি ; তুমি একটি সুন্দর খেলাইবার দ্রব্য বট

তোমাকে উজ্জ্বলিত এবং বক্র করিতে দেখিয়া আ

আমোদিত হই। কিন্তু তোমার যে যথার্থ গুণ আ

তাহা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে, এবং তুমি যে প্রকার মর্য্যা

চাহ তাহা দিবার পূর্ব্বে, তুমি যে কোন কার্য্যকারক

না তাহা আমি অগ্রে অবশ্য জ্ঞাত হইব।

---

৭ পাঠ. রাজকীয় চিকিৎসকের কথা।

১. একদিন একটি দশম বর্ষীয় বালক জরমেনি দে

সম্রাটের সহিত কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলে

যাহাকে তিনি ভায়েনা রাজধানীর রাজবর্ত্মে দেখি

পাইয়াছিলেন।

২. তিনি বলিলেন “ আমার জননী সাতিশয় পী

গুস্ত হইয়াছেন, এবং যেমন আমরা অর্থাভাবে চিকি

সক আনিতে পারি না, ভরসা করি আপনি আমা

কিঞ্চিৎ দান করিবেন। আমি ইতিপূর্ব্বে কখন কাহা

নিকট ভিক্ষা করি নাই, কিন্তু যদি আমার মাতা সুস্থ হ

তবে ইহাতে আমাদিগের সুখী করিবেক।

মহারাজ সেই দুঃখিনী নারীর বাস স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; আর তৎকালে সেই বালককে একটি স্বর্ণ * মুদ্রা দান করিলেন, সে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিল, এবং অতিশয় বেগে দৌড়িয়া গেল।

কিঞ্চিৎকাল পরে মহারাজ তাঁহার একজন সঙ্গীর একটা বৃহৎ জামায় দ্বারা আপনাকে ঢাকিয়া সেই দুঃখিনীর ভবনে গেলেন ।

তিনি (অর্থাৎ সেই স্ত্রী) তাঁহাকে ভ্রমে চিকিৎসক জ্ঞান করিলেন, যিনি তাঁহার পুত্রের নিকট তাঁহার রোগের কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার পীড়ার ভাবৎ বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। সেই সময়ে কাগজ এবং লেখনী দেখাইয়া তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহার জন্য ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন।

মহারাজ তাহার রোগের প্রতিকার হইবার অনেক উপায়ের কথা কহিলেন, কাগজে লিখিলেন, এবং তাহার আরোগ্যের মঙ্গলেচ্ছা ব্যক্ত করিয়া বিদায় হইলেন।

তাঁহার যাইবার পরেই তাঁহার পুত্র একজন চিকিৎসক সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। পীড়িত স্ত্রী অতিশয় আশ্চর্য্য হইল, এই বলে, যে এইমাত্র একজন চিকিৎসক আসিয়াছিল, এবং তিনি ঐ টেবিলের উপর তাহার ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছেন।

---

* জরমেনিতে ইহার মূল্য ৪ সিলিং ৬ পেন্স।

৮. ঐ প্রকৃত ভেবজ্ঞ ইহা পড়িতে প্রার্থনা করিলেন এবং শীঘ্র মহারাজের স্বাক্ষর চিনিতে পারিলেন, এবং আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে তাহা ঐ দুঃখিনী নারীকে পাঁচশত টাকার তুল্য কতক টাকা দিবার জন্যে একজন বণিকের প্রতি আজ্ঞা লিপি।

---

৮ পাঠ. বুলফ্রগদিগের বর্ণনা।

১. উত্তর আমেরিকার কোনং অংশে একজাতি বড় ভেক আছে তাহাদিগকে বুলফ্রগ বলিয়া ডাকা যায়।

২. তাহাদিগের বর্ণ মলিন কটা, ঈষদ্ পীত ও সবুজ মিশ্রিত, এবং কালো রঙ্গে চিত্রিত। উদরের ভাগ ঈষৎ জরদ এবং স্থানেং বিন্দুং দাগ দেওয়া। তাহারা বৃষভের গর্জ্জন শব্দ করে, কেবল সেই শব্দ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মোটা॥

৩. যত প্রকার ভেক আছে সকলাপেক্ষা তাহাদিগের শরীর বড়, এবং তাহারা এক লম্ফে ছয় হাত যাইতে পারে। ইহা দ্বারা তাহারা একটা উৎকৃষ্ট অশ্বের ম[illegible] গতি কালীন উহার সহিত সমান যাইতে পারে।

৪. তাহাদিগের আবাস ছোটং পুষ্করিণীতে, কিম্বা স্থির জল বিশিষ্ট জলাশয়; কিন্তু তাহারা স্রোতে বি[illegible] নদীতে কদাপি যায় না।

৫. যখন তাহাদিগের অনেকগুলা একত্রে থাকে, তাহারা এত শব্দ করে, যে দুইজন ব্যক্তি তাহাদিগের সন্নিহিত থাকিলে পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে না।

৬ তাহারা সকলে একেবারে "কেঁকোঁ" শব্দ করে, তাহারপর স্বল্পকাল থামে, এবং পুনর্ব্বার আরম্ভ করে বোধ হয় যেন তাহাদিগের মধ্যে একজন অধ্যক্ষ আছে; যখন সে কেঁকোঁ করিতে আরম্ভ করে তাহার পর সেই আরম্ভ করে এবং যখন সে থামে তাহারাও সকলে নিঃশব্দ হয়।

৭. দিবা ভাগে এ ভেকেরা প্রায় শব্দ করেনা, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না হয়; কিন্তু রাত্রি কালে দেড় মাইল হইতে তাহাদিগের শব্দ শুনা যায়।

৮. ডাকিবার সময় তাহারা প্রায় জলের উপর জলের ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া থাকে। এই জন্তু আস্তেং গেলে তাহারা না যাইতেং তাহাদিগের নিকট পহুঁছান যায়, জল যত অল্প হউক, তাহার নীচে মাথা ডুবাইলে তাহারা নিঃশঙ্কায় আছে ভাবে।

৯ এই সকল জন্তু পাতি হংসী এবং রাজ হংসীর ডিম্ব নষ্ট করিয়া খায়, এবং কখন মুরগির শাবক তাহার অতি নিকট আইলে ধরিয়া লইয়া যায়। প্রহার করিলে প্রায় শিশুদিগের ন্যায় ক্রন্দন করে।

১০. শরৎ কালে বায়ু অল্পং শীতল হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা স্থির জলের কর্দ্দম মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত শীতকাল সেই স্থানে জড় হইয়া থাকে; বায়ু গরম হইতে আরম্ভ হইলে গর্ত্ত হইতে নির্গত হয় এবং ডাকিতে আরম্ভ করে। জারজিনিয়ার লোকেরা তাহাদিগকে জলনির্ম্মলকারক বলিয়া মান্য করে।

৯ পাঠ. অনাথ কর্ম্মালয়ের বালকের কথা।

১. একটি দশ বর্ষ বয়স্ক বালক পিতৃহীন হওয়াতে এবং তাঁহার মাতা একটা চিকিৎসালয়ে পীড়িতাবস্থায় থাকাতে, তাহাকে একটা কারখানায় পাঠান হইয়াছিল।

২. তিনি সদাচরণ করিতেন এবং তাঁহাকে আহারাচ্ছাদন ও অন্য যে সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাহা দেওয়া হয় তাহা যেন পাইবার উপযুক্ত হইতে পারেন এই দেহ আত্ম রূপে পরিশ্রম করিতেন।

৩. অনধিক কাল মধ্যে পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে কিছু টাকা দেওয়া হইল; এবং তাঁহাকে বলা হইল তিনি সেই টাকা লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন।

৪. তিনি ইহা পাইবা মাত্র যাইয়া মাতাকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার প্রভুর অনুমতি চাহিলেন; এবং সেই টাকা সঙ্গে লইলেন, এবং ইহা তাঁহার মাতাকে দিলেন।

৫. যখন তিনি সেই টাকা তাঁহার মাতাকে দিলেন তখন তিনি কত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন: অল্প টাকা বটে, কিন্তু তাহাই তাঁহার সর্ব্বস্ব মাত্র ছিল; এবং তিনিও (অর্থাৎ তাহার মাতা) এমন উত্তম পুত্র পাইয়া কত পুলকিত হইয়াছিলেন!

---

১০ পাঠ. গ্রাম্য গল্প।

১. ফিলিস্ এবং তেমারিস্ নাম্নী দুই প্রদেশীয় বালিকা

…। তাহারা যে গ্রামে বাস করিত সেখানকার অলঙ্কার …প ছিল: উভয়েই সর্ব্ব রূপ সম্পন্না, কিন্তু স্বভাবে …ক ভিন্ন ছিল।

. সরল স্বভাবান্বিতা জেমেরিস্ এক বৃদ্ধ পিতার …কে আনুকূল্য করিতেন, যাহাকে কঠিন রোগে …রে আবদ্ধ রাখিয়া ছিল, এবং বনপার্শ্বে তাঁহার …পালের সঙ্গে যাইতেন;

… তাঁহার হস্তদ্বয় সতত একটা উপকারজনক কার্য্যে সংযুক্ত থাকিত; এবং যৎকালে তিনি তাঁহার পিতার … সামান্য ভরণপোষণ উপযুক্ত অর্থোপার্জ্জন জন্য …পড় বুনিতেন কিম্বা সূতা কাটিতেন, তাঁহার গীতের …তায় তাঁহার চিত্তের সন্তোষ ব্যক্ত করিত।

… তাঁহার পরিচ্ছেদ যদিও অতি সামান্য তথাচ …ল এবং পরিপাটী থাকিত; তিনি ইহাতে কোনরূপ …ঙ্কার দর্শাইতেন না, এবং যদি প্রতিবাসিরা তাঁহার …পর প্রশংসা করিতন তিনি তাহাদিগের কথায় …ই মনোযোগে দিতেন।

৫. ফিলিস্ এক অসাবধানী মাতৃ অধীন শিক্ষা প্রাপ্ত …ইয়াছিলেন; তিনি অতিশয় সুরূপা ছিলেন, এবং ইহা …মনে বিলক্ষণ জানিতেন।

৬. পর্ব্বদিনে তাঁহার ন্যায় বেশ ভূষার সজ্জা কেহ … …রিত না। তাঁহার টুপি কুসুমে এবং ফিতায় বেষ্টিত …ইত, প্রত্যেক জলাকরে তাঁহার পরিচ্ছদ দেখা হইত.

এবং ইহাকে সাজাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক ঘণ্টায় ম...
ওলটপালট করা হইত।

৭. প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি কেবল ম...
দানে নৃত্য ও ক্রীড়া করিতেন: মেষপালকেরা তাঁহা...
আরাধনা করিত এবং তাঁহার রূপের তারিফ করি...
এবং তাহারা যাহা কহিত তিনি তাহার প্রত্যেক ক...
সত্য জ্ঞান করিতেন।

৮. তথাপিও তিনি অনেক অসন্তোষ বোধ ক...
তেন। কখন হয়তো তিনি যেমন বাসনা করিতেন ত...
পেক্ষা তাঁহার পুচ্ছাহার অল্প তেজস্কর দেখাইত,
কখন বা মনে করিতেন যে কোন প্রিয়তম মেষপাল...
তাঁহাকে তাচ্ছীল্য করিয়াছে, কিম্বা এক নূতন মুখ শশি...
তাহার অপেক্ষা অধিকতর আদর করিয়াছে।

৯. প্রতিদিন এইরূপ আমোদ আনুষঙ্গে ক্ষিপ্ত হইত
এবং প্রতিদিন ইহার সঙ্গে একটা না একটা অসু...
থাকিত।

১১ পাঠ. গ্রাম্য গদ্য (পরিসমাপ্ত)

১. তিনি এক দিন প্রাতে একটা পপ্লার বৃক্ষের তলে
চিন্তাকুল হইয়া বসিয়া পুষ্পের তোড়া বাঁধিতে ছিলেন
এমন সময়ে কেমারিসকে, যিনি তাঁহার নিকট হইতে
কতকগুলি ঝোপের ছায়ার দ্বারা লুক্কায়িত ছিলেন
আহ্লাদচিত্তে শ্রমের সাধুবাদের এক গান গাইতে শুনি
লেন

১. ফিলিস্ ইতিমধ্যে তাঁহাকে প্রতিবন্ধক না দিয়া থাকিতে পারিলেন না; এবং যখন তাঁহার নিকট গেলেন, দেখিলেন যে তাঁহার পার্শ্বে পোতা সূতাকাটি বার টাকুর লইয়া কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন। তখন ঐ কন্যা তাঁহাকে এইরূপে কহিতে লাগিলেন।

২. ডেমারিস্, তুমি এত শ্রমযুক্ত জীবনে এপ্রকার সর্ব্বদা হর্ষে থাক কেমন করে?

৩. তুমি ইহাতে কি সুখজনক গুণ পাও? এপ্রকার খাটিয়া জীবন ক্ষেপন না করে, তোমার বয়সে মেষপালের চতুর্দ্দিগে নৃত্য করিয়া বেড়াইলে কত উপযুক্ত কর্ম্ম হইবে!

৪. ডেমারিস্ উত্তর করিলেন, হায়! ফিলিস্, আমি এরূপে কাল কাটান ভাল মনে করি, কেন না দেখি তুমি তোমার জীবনে সর্ব্বদা অসুখী; আর আমি এক মুহূর্ত্তক নিমিত্ত অসুস্থ থাকি না। আমি জানি যে আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই আমি করিতেছি।

৬. আমি দেখিতেছি যে আমি এক বৃদ্ধ পিতার সুখ স্বরূপ হইয়াছি, যিনি আমার শৈশব কালে আমাকে পালন করিয়াছেন, এবং যিনি সেই উপকারের প্রত্যুপকার তাঁহার এই জীর্ণ অবস্থায় চাহেন।

৭. রাত্রে মেষপালের-দ্বার রুদ্ধ করা হইলে আমি বাটীতে ফিরিয়া আসি এবং তাঁহার-প্রতি মনোযোগ ও তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যের আহরণ দ্বারা তাঁহাকে প্রফুল্ল করি। আমি তাঁহার যৎসামান্য রাত্রের আহারের সামগ্রী

প্রস্তুত করি, এবং তুমি ভূরি ভোজে যত না আনন্দ পা[illegible] তদপেক্ষা অধিক আনন্দে আমি তাঁহার সহিত উ[illegible] ভোজন করি।

৮. তিনি ইতিমধ্যে তাঁহার বাল্যকালের কথ[illegible] সকল আমাকে বলেন, এবং তাঁহার অভিজ্ঞতা দ্ব[illegible] আমাকে শিক্ষা দেন।

৯. কখনং, এইমাত্র যেরূপ গান গাইতেছিলাম ঐরূ[illegible] গান আমাকে শিখান, এবং পরদিনে আমি কোন উত্[illegible] গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাই।

১০ হে ফিলিস্ আমার জীবনের বৃত্তান্ত এই। আমা[illegible] বড় উচ্চ আশা নাই, কিন্তু এমন হর্ষ-জনক ভরসা আছে যাহাতে অন্তঃকরণকে সুস্থ ও নির্ভাবনায় রাখিতে পারে

---

১২ পাঠ. শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিয়ম।

১. শিক্ষককে তুষ্ট করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করা ছ[illegible]ত্রের কর্ত্তব্য; কারণ তিনি যাহা তাঁহাকে বলেন তাঁহ[illegible] ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা অতি প্রয়োজনীয়।

২. যখন শিক্ষক ছোট পাঠার্থিকে একটা দোষের জন্য দণ্ড দেন, তখন তাঁহাকে সর্ব্বদা নিষ্ঠুর ও নির্দ[illegible] মনে করা হয়; কিন্তু প্রায় এইরূপ বিবেচনা বৃথা [illegible] অমূলক হয়।

৩. প্রত্যেক শিক্ষক যাহার শাসনাধীনে ছেলে সুশ[illegible] করিবার ভার আছে, তাঁহাকে সেই সম্ভ্রমশালী কর্ম[illegible] সম্পন্ন করিবার যোগ্য বিবেচনা করা হয়।

৪ যদি তাহা হয়, তবে যিনি দণ্ড ব্যবহার না করেন, কিম্বা ছাত্রকে কোন অপরাধ জন্য কোনরূপ শাস্তি না দেন, সেই ছাত্র যে তাঁহার পক্ষে দণ্ড স্বরূপ হয় এমন তিনি প্রত্যাশা করিতে পারেন।

যেখানে পিতামাতা কিম্বা শিক্ষকের পক্ষে উত্তম শাসনের অমনোযোগ, সেখানে সেই শাসন অভাবে, উপদেশ অপেক্ষা অধিক কার্য্য করে, ছাত্রেতে কর্ম্মে অমনোযোগ ও অজ্ঞানতা অবশ্যই হইবে।

ইহাও বলা আবশ্যক, যে স্বভাব সংশোধনের দণ্ড যখন প্রয়োজন কেবল তখনই দেওয়া এবং তখন সেই দণ্ড দৃঢ়তার সহিত নিয়োগ যেন ইহা সতর্কতার সহিত দেওয়া হয়, এবং সময়ে যখন না দিলে নহে।

একটি ছেলেকে শাস্তি দিবার পূর্ব্বে তাহার দো বিষয় তাহাকে প্রমাণ করিয়া দেওয়া উচিত যেন দ্বারা জানিতে পারে যে সে কি জন্য দণ্ড পাই ।

ছেলেদিগের এক স্বভাব সচরাচর দেখা যায়, যে দোষের নিমিত্তে শাস্তি দ্বারা সংশোধিত হইলে, তাহাদিগের শিক্ষকের উপর মুখ ভারি করিয়া এবং রাগ করে। আমি ভরসা করি তোমার যেন কখন না হয়, তুমি বরঞ্চ তাঁহার অনুগ্রহ যাহা প্রাপ্ত হইতে পার তজ্জন্য যৎপরোনাস্তি যত্ন করুন।

৯. কেবল এইটি বিবেচনা কর যে যে ব্যক্তি শিক্ষ গ্রহনে অনিচ্ছুক তাহাকে শিক্ষা দেওয়া কত শ্রমের কর্ম শিক্ষা প্রদানে আনন্দ পাওয়া কেবল যথার্থ হিতাভিলা ও দয়ার কর্ম অবশ্যই কহিতে হইবেক। এবং যেখানে এই সকল গুণ আছে সেখানেও কখনং স্বভাবের ব্য ক্রম অর্থাৎ ক্রোধ হইতে পারে।

১০. হে আমার বালকের: তোমরা তোমাদিগের শি কের প্রতি সম্ভ্রমের সহিত দৃষ্টি কর, এবং তাঁহাকে ... কর: এবং যদি তাঁহাকে কখন কিঞ্চিৎ রাগান্ধ দেখ ... তিনি যে নির্দ্দয় এমন কদাচ মনে করিও না।

১১. কেবল আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ। বা ... খেলাতে তোমার কি কখন রুষ্ট ও কর্কস স্বভাব হয় ... যে, স্থান মারবেল খেলাইবার নিমিত্তে চিহ্ন কর ... স্থান দিয়া যদি তোমার কোন সহ-অধ্যায়ী দাঁড়াই যায় তোমার কি তাহার উপর রাগ হয় না!

১২. তবে যদি তোমার শিক্ষক তোমাকে শিক্ষা দে ... জন্য উৎকণ্ঠার আধিক্য বশতঃ কখন কিঞ্চিৎ অবিস হ ... তোমার তাঁহার প্রতি বিরক্ত না হইয়া কত স্নেহ প্র ... করা উচিত

১৩. কেবল বিবেচনা কর চিত্ত উৎকর্ষ কত ম ... বান। বিদ্যা একটি অমূল্য মুক্তা স্বরূপ হইয়াছে।

১৪. অতএব যাহারা তোমাদিগের এমন বন্ধু দি ... মত্ন পান যাহার কিছুতে শোধ দেওয়া যায় না, তা ... দিগের প্রতি তোমাদিগের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচি ...

তত আদরণীয় হওয়া উচিত এবং কত দয়ালু হওয়া উচিত।

---

১৩ পাঠ. জোড়বাঁধা শিকারি কুক্কুরদের কথা।

১. একজন শিকারি একদিন প্রাতে তাহার কুক্কুরদিগের শিকারে লইয়া যাইতে ছিলেন এবং কতকগুলী দুইটি কুক্কুরদের জোড়া২ করিয়া বাঁধিয়া ছিলেন, উহাদের প্রত্যেকে ঘ্রাণের অনুগামি হওয়া এবং আপনাদের স্বেচ্ছানুযায়িক শিকার করা নিবারণ করিবার নিমিত্তে; উহাদিগের মধ্যে জৌলর এবং ভিক্লেন নামক দুইটা কুক্কুরকে এই প্রকারে একত্রিত করা হইয়াছিল।

২. জৌলর এবং ভিক্লেন কিছুকাল নিয়ত সঙ্গি স্বরূপ ছিল, এবং এমন বোধ হইয়াছিল যে তাহাদিগের উভয়ের পরস্পরের মধ্যে বড় প্রীতি আছে, তাহারা একত্রে সর্ব্বদা খেলা করিত, এবং কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়ে পরস্পরের পক্ষ হইত। ইহাতে এমন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে তাহারা আরও সন্নিহিতরূপে একত্রিত হইলে অধিক আহ্লাদিত হইবে।

৩. কিন্তু ফলতঃ ইহার ঠিক বিপরীত হইল। তাহারা অল্পদিন এই প্রকারে সংযুক্ত না হইতে২ দেখা গেল যে তাহারা উভয়েই তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় অসুখী হইয়াছে।

৪. ভিন্ন২ বাঞ্ছা এবং বিপরীত বাসনা অবিলম্বে প্রকাশ হইল এবং তাহারা তাহাদিগের বিক্রম প্রকাশ করিতে

লাগিল ; যদি এক জন এদিকে যাইতে চাহে, অন্য ত
হার ঠিক বিপরীত যাইতে উগ্র হয়। যদি এক জন অ
গ্রসর হইতে চাহে, অন্য নিশ্চয় পশ্চাৎ পড়িয়া থাকে
ডিক্কেন জৌলরকে পেছু টানিতে লাগিল, এবং জৌল
ডিক্কেনকে অগ্রে টানিয়া লইয়া গেল ; জৌলর ডিক্কেনের
প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং ডিক্কেন জৌ
লরের প্রতি খাঁাক ২ করিয়া কামড়াইতে গেল।

৫. অবশেষে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত বিবাদ উ
পস্থিত হইল, এবং জৌলর ডিক্কেনের বলের ন্যূনতা এ
স্ত্রীজাতির কোমলত্ব স্বভাব জ্ঞান না করিয়া তাহাকে অ
তিশয় কটু ও নির্দ্দয়রূপে ব্যবহার করিতে লাগিল ; ডিক্কেন
মাদা, তজ্জন্য জৌলর অপেক্ষা অধিকতর ক্ষীণা ছিল।

৬. তাহারা এই প্রকারে পথিমধ্যে পরস্পরকে বিরক্ত
ও তাড়না করিতে২ যখন যাইতেছিল, এক শিকারি
কুক্কুর, যে পূর্ব্বাপর তাবৎ দেখিয়াছিল, তাহাদিগের
নিকটে আইল, এবং এই প্রকার তিরস্কার করিতে
লাগিল।

৭. তোরা কোথাকার এক জোড়া নির্ব্বোধ কুক্কুর বা
যে এইরূপে আপনাপনিকে ছেঁড়াছিঁড়ি ও কামড়াকামড়ি
করিতেছিস! তোদের শান্ত হইয়া নির্ব্বিবাদে যাইবার
ব্যাঘাত কিসে দিচ্ছে? তোরা কি একটুক পরস্পরের ইচ্ছানু
যায়িক চলিয়া এই বিবাদ আপনাপনি মীমাংসা করি
তে পারিস্ না?

৮. একান্ত তাহাও না পার তো বাধ্যতার জন্য স্বীকার

এবং যাহার উপায় নাই তাহাতে বশীভূত হও ... এ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু ... যে তোমাদের উপর ক্লেশদায়ক না হইয়া সহজ ... করিতে পারে।

আমি একজন বৃদ্ধ কুক্কুর, এবং আমার বয়সে ... তোমাদিগকে উপদেশ দিউক : আমি ও তোমাদি... অবস্থায় এককালে ছিলাম : কিন্তু আমি দেখিলাম যে ... সহচরের বিরুদ্ধাচরণ করা কেবল আপনাকে ... দেওয়া এবং ক্রমশঃ আমার সর্ব্বা ও অবিলম্বে ... আসিল।

আমরা একই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে এবং পরস্পরের ...সারে চলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম : এবং এই ... আমরা যে কেবল সুস্থতায় এবং নির্ব্বিঘ্নে কাল ... করিয়াছিলাম তাহাও নয়, বরং তাহাতে আনন্দ ... হইয়াছিল।

আমরা দেখিলাম যে পরস্পরের মতে ঐক্য হইয়া ...তে স্বাধীনতার অভাবজন্য দুঃখ মোচন হয় শুদ্ধ ... নয়, কিন্তু স্বাধীনতায় যে মনের স্বচ্ছন্দতা এবং ... হয় না ইহাতে তাহাও হয়।

...পাঠ. রেডব্রেষ্ট এবং চড়াই পক্ষির কথা।

একটা রেডব্রেষ্ট পক্ষি এক বনমধ্যস্থ কুটীরের ...স্থিত বৃক্ষোপরি বসিয়া গান করিতে ছিল, এমন

সময়ে একটা চড়াই সেই খড়ের চালে বসিয়া তাহাকে এইরূপে ভৎসনা করিতে লাগিল: সে বলিল কি তোর শরৎকালে মোটা গলায় বসন্ত কালের পক্ষিদের সমান হইতে চাস্?

২. তোর ক্ষীণ স্বরের গান কি পুস্ এবং বুল্‌ফিঞ্চ পক্ষিদিগের প্রফুল্লজনক স্বরের সমতুল্য হইতে পারে নানা প্রকার রাগ বিশিষ্ট যে চাতক এবং নাইটিংগেল যাহাদের অন্যান্য পক্ষি, যাহারা তোর চেয়ে অনেক কারণে শ্রেষ্ঠ, বহুকালাবধি কেবল তারিপ করিয়া আছে, তাহাদিগের সঙ্গে কি তোর স্বর তুল্য হইতে পারে

৩. রবিন্ পক্ষি উত্তর করিলেন, আর কিছু না সরল হইয়া দোষ গুণ বিবেচনা করিও, এবং যে উচ্চ কেবল সঙ্গীত বিদ্যার অনুরাগ হইতেও কখনং হয় তাহা যশাকাঙ্ক্ষার কারণ জ্ঞান করিও না।

৪. যে সকল পক্ষি যুগযুগান্তর অবধি প্রতিষ্ঠা পাইয়া আসিতেছে, তাহাদের আমি ভক্তি পূর্ব্বক মান্য করি, কিন্তু কখন তাহাদের প্রতি দ্বেষ করি না। তাহাদের গীতে উভয় পাহাড়স্থ ও কন্দরস্থিত জন সমূহকে মোহিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কাল গিয়াছে, এবং তাহাদের গলা ও নিঃশব্দ রহিয়াছে।

৫. আমার যাহা হউক, এমন আকাঙ্ক্ষা হয় না তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিম্বা তাহাদের তুল্য হই আমার উদ্যম অতি সামান্য; এবং যে সকল বিষয়ে আমার অনুরাগ আছে তাহাদের গান দ্বারা যদি

...মকশানা উপত্যকাকে আনন্দিত করিতে চেষ্টা পাই, ...জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারি

১৫ পাঠ. মহৎ প্রতি হিংসা।

এক জন উত্তর আমেরিকাস্থ ইণ্ডিয়ান,* সমস্তদিন ...জঙ্গলে শিকার করিয়া দিবাবসানে দেখিল যে ক্ষুধা ও ...য় অবসন্ন হইয়াছেন।

তিনি এক জন আমেরিকানের কুটীরের সন্নিকটবর্ত্তী ...ইলেন, যিনি বনের শেষাংশে বাস করিতেন: গৃহস্বা... আপনকার অভাবের কথা জানাইলেন এবং ...ভাবে এক টুকরো রুটি প্রার্থনা করিলেন।

সে আমেরিকান্ কর্কশোক্তিতে উত্তর করিল, আমার ... নাই। তখন সেই ক্ষুধার্ত্ত ইণ্ডিয়ান কহিল, তবে ... গ্রাস নির্ম্মল পানি দেও। তিনি উত্তর করিলেন, না ...কি দিব না।

সেই বর্ব্বর তাহাতে পুনঃ প্রত্যুত্তর করিল, আমি ...ধিক ক্ষীণ হইয়াছি যে যদি এক গ্লাস পানার্থে জল ... তাহাও সন্তোষ-চিত্তে গ্রহণ করিব। আমেরিকান্ ...ার উত্তর দিল, ওরে তুই ইণ্ডিয়ান কুক্কুর দূর হও, ...তোকে কিছুই দিব না।

---

* আমেরিকা মহাদ্বীপের পূর্ব্ব বাসিদের ইণ্ডিয়ান কহে, এবং ইউরোপীয় নববাসিদের আমেরিকান্ কহা যায়।

৫. এই সংঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে, ঐ আমো কান্ কতকগুলী প্রতিবাসির সঙ্গে মৃগয়াতে যাইয়া তাদের সঙ্গ হইতে কোন ঘটনাক্রমে ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল।

৬. একটা নিবিড় বনে যাহার ঘোরকের কিছু চিনিতেন না, সেইখানে এই ব্যাপার হইয়াছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াইতে লাগিলেন, এবং উচ্চ রবে ডাকিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল।

৭. যাহাহউক, যখন এই বিপথগামী মৃগয়ার্থি হতাশ হইতেছিল, এমন সময়ে সৌভাগ্য বশতঃ এক জন ইণ্ডিয়ানের কুটীর দৃষ্টি গোচর হইল, যে গৃহের স্বামী তাঁহাকে বাটী লইয়া যাইতে বাঞ্ছা করিল।

৮. সেই ইণ্ডিয়ান কহিল, মহাশয় বেলাবসান হইয়াছে, অদ্য রাত্রে আপনি বাটী পঁহুছিতে পারিবেন না, অতএব প্রভাত না হওনাবধি আমার গৃহে অবস্থান করিয়া তুষ্ট থাকুন। আমার যাহা আছে সকলই আপনার সেবার্থে অর্পিত হইবেক।

১৬ পাঠ. মহৎ প্রতি হিংসা (পরিসমাপ্ত)।

১. এই পথভ্রান্ত মৃগয়াকারি সানন্দ মনে ইণ্ডিয়ানের প্রস্তাবে সম্মত হইল।

২. কুটীর মধ্যে যেমন২ সামগ্রী ছিল তাহার কিঞ্চিৎ ভোজন করিলেন; এবং পরে তাহার শ্রান্ত শরীর এক চর্ম্ম শয্যায় বিস্তারিত করিলেন, যে চর্ম্ম সমূহ ঐ আতিথি

লকের পরিজন যত্ন পূর্ব্বক ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত আহরণ করিয়াছিল।

পরদিন প্রাতে এই ইণ্ডিয়ান তাহার অতিথিকে বনের বাহিরে লইয়া গেল, এবং তাঁহার নিজ গ্রামে যাইবার সোজা পথ দেখাইয়া দিল।

যখন তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় লয়, এমন সময় সেই ইণ্ডিয়ান তাঁহার সহচরের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, এবং তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, মহাশয় কি আমাকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই?

তখন ঐ আমেরিকান চিনিতে পারিলেন যে ইনিই তাঁহার এই হিতকারি ব্যক্তি যাহাকে কিছু দিন পূর্ব্বে এক গ্লাস শীতল জল দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই এই, যাহাকে শ্রান্ত ও ক্ষুধাতুর অবস্থায় তাঁহার দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

তিনি অতিশয় অপ্রস্তুত হইলেন, এবং তাঁহার অভদ্র ব্যবহার জন্য দোষ কি বলে কাটাইবেন তা স্থির করিতে পারিলেন না। যখন তিনি এই রূপে বিরক্তভাবে মৌন হইয়া রহিলেন, তখন ঐ ইণ্ডিয়ান, আমেরিকান অপেক্ষা ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া পরিশেষ এই বলিয়া বিদায় হইল:

তিনি বলিলেন, আবার যখন আমারদের জাতির কোন লোককে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত দেখিবেন এবং যখন তাহারা আপনকার নিকট একটুক রুটি কিম্বা

এক ফোঁটা জল যাচ্ঞা করিবে, তাহাদের এমন কথ
বলিও না যে, দূর হওরে ইণ্ডিয়ান কুক্কুরেরা, আপন
পথ দেখ গিয়া।

১৭ পাঠ. নিষ্ঠা ও চোর বালকের কথা।

১. নিষ্ঠা বালকের নাম চার্লস ছিল, এবং চোরে
নাম নেড্ ছিল। যে দ্রব্য আপনার নহে চার্ল
তাহা স্পর্শ করিতেন না, নিষ্ঠা হওয়া ইহার না
নেড্রের যে দ্রব্য নহে তাহা তিনি সর্ব্বদা লইতেন, চে
হওয়া ইহার নাম।

২. যখন চার্লস ক্ষুদ্র বালক ছিলেন তাহার পি
মাতা তাহাকে তখন নিষ্ঠা হইতে শিখাইয়াছিলেন,
প্রকারে, না তিনি আপনকার নহে যে বস্তু তাহাতে হা
দিলেই দণ্ড দিতেন। কিন্তু নেড্ যখন অন্যের
লইতেন তাঁহার পিতা মাতা তাহাকে দণ্ড দিতেন না
অতএব ইহাতে তিনি চোর হইয়া উঠিলেন।

৩. এক দিন গ্রীষ্মকালে অতি প্রত্যুষে, যেমন চা
পথ দিয়া সোজা পাঠশালা অভিমুখে যাইতে ছিলে
তিনি একজন মনুষ্যকে ঘোড়া বোঝাই শুদ্ধ একটা
লইয়া যাইতেছে দেখিলেন।

৪. সেই মনুষ্য পান্থ পার্শ্বস্থিত এক প্রকাশ্য ভোজ
ও বিশ্রাম আলয়ের দ্বারে থামিল; এবং তিনি গৃহ
যাকে, যিনি দ্বারে আসিলেন, কহিলেন, আমি আ
অশ্বের বোঝা নামাইব না; আমার ভোজন করিতে

মাত্র বিলম্ব কর তত্ক্ষণ এখানে থাকিব। আমার ...কে এক পথে ধরিতে কোন লোককে দেও, এবং ...কে খাইবার নিমিত্তে কিছু শস্য তৃণ ও দেও।

... ঐ গৃহস্বামী লোক ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু ...কেও পথে দেখিতে পাইলেন না; অতএব চার্লস ...ি পথ দিয়া সেই সময়ে যাইতে ছিলেন তাঁহাকে ... ইঙ্গিত দ্বারা ডাকিলেন, এবং অশ্বকে ধরিতে অনু... ...ধ করিলেন।

... সেই মনুষ্য (অর্থাৎ লেবুওয়ালা) কহিল ...পনি এ বালককে নিষ্ঠা বলিয়া নিশ্চিত জানেন কি কারণ আমার ঝোড়ায় কমলালেবু আছে, এবং সক... ...টি ছেলের নিকট কমলালেবু রাখিয়া যাওয়া যায়

... ভোজনালয়ের অধ্যক্ষ কহিলেন, হাঁ, আমি ...সকে ছেলেবেলা অবধি এখন পর্যন্ত জানি, এবং ...কে কখন কোন মিথ্যায় কিম্বা চৌর্য্য ক্রীয়াতে ...র নাই; পল্লীস্থ তাবত্ লোকে তাহাকে নিষ্ঠা বলিয়া ...নে; আমি আপনকার প্রত্যয়ের নিমিত্ত কহিতেছি ... তুমি স্বয়ং থাকিলে লেবু সকল যে প্রকার নিঃশ... ...ে থাকিতে, তাঁহার নিকট ও তদ্রূপ থাকিবেক।

... লেবুওয়ালা কহিল, হাঁ, আপনি এমন কথা বলি... ...ে পারেন? তবে আমার বালক, আমিও তোমার ...কট প্রতিশ্রুত হইলাম, যে যদি আমার অনুপস্থিত ...লে আমার অবশিষ্ট লেবু রক্ষা কর, আহার করে

ফিরে আইসে তোমাকে আমার ঘোড়ার সংস্থাপন লেবু একটি দিব।

৯. চার্লস বলিলেন, হাঁ, আপনকার কমলা সমুদয় আমি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিব।

১০. অতএব তখন সেই মনুষ্য তাঁহার হস্তে অশ্বের লাগাম দিলেন এবং তিনি নিজে ঐ বাটীতে ভোজনালয়ে প্রবেশ করিলেন।

---

১৮ পাঠ. নিষ্ঠা ও চোর বালকের কথা.

(ক্রমশঃ)।

১. চার্লস পাঁচ মুহূর্ত্ত কাল ঐ অশ্ব এবং কমলা লেবুচয় চৌকি দিয়াছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে তাঁহার একজন সহ অধ্যায়ী তাঁহার দিকে আসিতেছে. যত তিনি নিকটবর্ত্তি হইলেন, চার্লস দেখিলেন নেড় আসিতেছেন।

২. নেড় যাইতেই থামিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "চার্লস তোমার শুভদিন প্রার্থনা করি (অর্থাৎ তোমাকে নমস্কার করি;) তুমি ওখানে কি করিতেছ ও অশ্বটা কাহার? এবং তোমার ও ঝুড়িতে কি?"

৩. চার্লস বলিলেন, "ঝুড়িতে কমলালেবু সকল আছে, এবং একজন মনুষ্য যিনি এই ভোজনালয়ে আহার করিতে গিয়াছেন, তিনি আমাকে উহাদের রক্ষা করিতে কহিয়াছেন, এবং আমি তাহাই করিতেছি.

...ন তিনি বলিয়াছেন যখন ফিরিয়া আসিবেন আমা-
... একটা তখন লেবু দিবেন"।

৬. নেড চীৎকার করিয়া কহিল, "একটা লেবু! ...য় একটা লেবুর সমুদয় পাইবে? আমার ইচ্ছা হয় ...লিও একটা পাই। যাহা হউক দেখি ওগুলো কত ...?"

৭. এই কথা বলিয়া নেড ঝুড়ির নিকট গেল, এবং ...হার ঢাকা বস্ত্র খানা তুলিয়া ফেলিল। তিনি লেবু ...গুলি দেখিবামাত্র আহ্লাদে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠি- ...লেন, "বাঃ কি উত্তম লেবু! একবার স্পর্শ করিয়া দেখি ...গুলা পক্ক কি না।"

৮. চার্লস বলিলেন, "না, তোমার না দেখাই ...ল, উহারা পক্ক কি না তাহা জানিয়া তোমার কি ...লাভ হইবে, তুমি তো উহাদের খাইবে না। তোমার ...দের স্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা তো তোমার ...। তুমি উহাদের কখনই স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

৯. "ছুঁতে আদপেই পাইব না," নেড বলিলেন, ...ন্তু তাহাদের স্পর্শ করিতে কিছুইতো দোষ দে- ...নে। বোধ হয় তুমি এমন মনে করে বলিতেছ না যে ...মার উহাদের অপহরণ করিবার মানস আছে"।

১০. অতএব নেড লেবুওয়ালার ঝুড়িতে হাত দি- ...লেন, এবং একটা লেবু তুলিয়া লইলেন, এবং ইহাকে ...তে করে দেখিলেন, এবং হাতে করে দেখা হইলে ...নি উহার ঘ্রাণ লইলেন।

৯. তিনি বলিলেন, 'ইহার বড় মিষ্ট গন্ধ আসি তেছে এবং পাকা ও দেখাইতেছে; আমার একবার চাখিতে ইচ্ছা হইতেছে; আমি কেবল ইহার উপর ভাগ থেকে এক ফোঁটা রস চুষিয়া খাইব।' এই কথা বলিয়া তিনি লেবুটা মুখের নিকট লইয়া গেলেন।

১০. ক্ষুদ্র বালকের, যাহারা সৎ থাকিতে বাসনা করে, লালুপ না হয় এমন সতর্ক থেকো। লোকে অ অল্পে দুষ্কর্ম্ম করিতে রত হয়।

১১ নেডকে প্রথমে কমলালেবু দৃষ্টি করিতে প্র বর্ত্ত করে; স্পর্শে ঘ্রাণ করিতে রত করে; এবং ঘ্রাণে তাহাকে আস্বাদন করিতে লোলুপ করে।

১৯. নিষ্ঠা ও চোর বালকের কথা। (ক্রমশঃ)।

১. চার্লস নেডের হাত ধরিয়া কহিলেন, "নেড তুমি ও কি করিতেছ। তুমি বলিলে যে তুমি কেবল লেবুটার আঘ্রাণ লইতে চাহ; কি লজ্জা! নামাইয়া রাখ।

২. নেড বিরক্তি ভাবসূচক স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, তুমি আমাকে 'কি লজ্জা' এমন কথা বলিও না, এ কমলালেবু সকল তো তোমার নহে চার্লস।

৩. "না, তাহারা আমার নহে বটে; কিন্তু তাহা দিগের রক্ষা করিতে আমি অঙ্গীকার করিয়াছি, এবং আমি তাহা অবশ্যই করিব: অতএব তুমি ও লেবুটা নামাইয়া রাখ"।

যেন সে হাঁপাইতেছে এবং নিরস্ত হইবেক ; কিন্তু তাহার যথার্থ অভিপ্রায় ছিল, যে চার্লস যেই অন্যদিগে দৃষ্টি করিবেন, সে ক্রমে নিঃশব্দে অন্যদিক দিয়া ঘুরিয়া ঝুড়ির নিকট যাইবে।

১০. শঠেরা, যদি ও আপনাপনি আপনাদিগকে চতুর জ্ঞান করে, প্রায় সর্ব্বদা অতি নির্ব্বোধ হয়।

---

২০ পাঠ. নিষ্ঠুর ও চোর বালকের কথা.

(ক্রমশঃ)।

১. নেড্ এক বিষয় মনে করিতে গিয়া, অর্থাৎ পা দিয়া কমলালেবু চুরি করা, বিস্মৃত হইয়াছিল সে ঐ, যে অশ্বের খুরের অতি সন্নিহিত হয়, যে তাহাকে চঞ্চল করিবে।

২. ফলতঃ অশ্ব ও তাহার নিকট শব্দ শুনে বিরক্ত হইয়া তৃণ আহার ত্যাগ করিয়াছিল, এবং তাহার দিকে কান পাতিতে ছিল ; কিন্তু যখন সে তাহার পশ্চাৎ পায়ের কিছু যেন স্পর্শ করিতেছে বোধ করিল, সে অকস্মাৎ পদাঘাত করিল, এবং নেড্ যেমন ঠিক কমলালেবুটা ধরিয়াছে এমন সময়ে চিৎ হইয়া পশ্চাৎ পড়িয়া গেল।

৩. নেড্ যন্ত্রণাতে চীৎকার শব্দে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, এবং তাহার চীৎকার শব্দে ভোজনালয়ের তাবৎ ব্যক্তি কি হইয়াছে দেখিতে আইল ; এবং তাহাদিগের মধ্যে লেবুওয়ালা ও আইল।

৪. নেড় এখন এত লজ্জিত হইল, যে সে প্রায় ...ার বেশ ভুলিয়া গেল, এবং দৌড়িয়া পলায়ন ...তে বাঞ্ছা করিল : কিন্তু সে এপ্রকার গুরুতর আঘাত ...াছিল যে সে পুনর্ব্বার বসিতে বাধ্য হইল।

৫. এই ঘটনার সত্য বিবরণ চার্লসের দ্বারা ... বলা হইল, এবং সেই দণ্ডে তত্রস্থ উপস্থিত ...দের মধ্যে যে২ তাঁহাকে জানিত সকলেই তাঁহার ... বিশ্বাস করিল; কারণ তাঁহার সৎ বালক বলিয়া ... খ্যাতি ছিল; এবং নেড়কে তস্কর ও মিথ্যাবাদি ... জানা ছিল।

৬. অতএব নেড় যে বেদনা পাইয়াছিল তজ্জন্য ... তাহাকে দয়া করিল না। এক জন বলিল, "... উপযুক্ত, তাহার নয় যাহা তাহাতে কেন ও ... দিয়া ছিল? অন্য এক জন বলিল, "আমি ... বলিতেছি ও বড় অধিক বেদনা পায় নাই" ...র ব্যক্তি বলিল, যদিও বেদনা পাইয়া থাকে, ঐ ...ঘাত উহার পক্ষে মঙ্গলজনক, যদি তাহাতে উহা- ...াঁসি হইতে রক্ষা করে"।

৭. তাহাদিগের মধ্যে কেবল চার্লস কিছুই বলি... না; তিনি নেড়কে ধরিয়া এক উচ্চস্থানে স্থাপিত ... দিলেন; কারণ যে সকল বালক সাহসী তাহারা সর্ব্বদাই সৎ স্বভাবান্বিত হয়।

৮. লেবুওয়ালা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "আইস, ...স, আইস, আমার প্রিয় বালক এখানে আইস!

কি, তোমার আমার লেবু রক্ষা করিতে চক্ষুতে কাল শিরা হইয়াছে, সত্য কি ইহাতে হইয়াছে?

৯. তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া এবং যত লোকের মধ্যে লইয়া কহিতে লাগিলেন, "এই দেখ একজন ক্ষুদ্র সাহসী ব্যক্তি।

১০. সেই স্থানে এখন স্ত্রীলোক, পুরুষ এবং বালক বালিকা সকলে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সকল ছেলে চার্লশের প্রতি চক্ষু স্থির করিয়া রহিল, এবং তাঁহার তৎকালের অবস্থায় থাকিতে আকাঙ্ক্ষা করিল।

---

২১ পাঠ. নিষ্ঠা বালক ও চোরের কথা,
(পরিসমাপ্ত)।

১. ইতিমধ্যে লেবু বিক্রেতা চার্লশের মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া লইয়া তাহা উত্তমং চীন-দেশীয় লেবুর সহিত পরিপূর্ণ করিল।

২. তিনি বলিলেন, হে! আমার ক্ষুদ্র বন্ধো তুমি ঐ উহাদের গ্রহণ কর; এবং ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন! যদি আমার সামর্থ থাকিত, তুমি আমার ঝুড়িতে যত আছে তত্তাবৎ পাইতা।

৩. তখন সকল লোকে বিশেষতঃ ছেলেরা, আহ্লাদে কোলাহল ধ্বনি করিতে লাগিল; কিন্তু সেই সকলে নিস্তব্ধ হইলে, চার্লশ, লেবু বিক্রেতাকে কহিলেন।

৪. তোমাকে আমি মনের সহিত নমস্কার করিতেছি; কিন্তু যেটি আমার যথার্থ প্রাপ্য তদ্ভিন্ন যে

মার অন্য লেবু আমি লইতে পারি না : তুমি অবশিষ্ট গুলি ফিরিয়া লও : আর আমার চক্ষুর কালশিরার কথা যাহা বলিতেছিলে ও কিছুই নহে! কিন্তু আমি উহার জন্য বেতন গ্রহণ করিব না ; যেমন যাহা ন্যায্য তাহা করণ জন্য বেতন গ্রহণ করিব না। অতএব মহাশয় তোমার লেবু সকল আমি লইতে পারিনে ; কিন্তু আমি উহাদিগের পাইলে যদ্রূপ কৃতজ্ঞ হইতাম তদ্রূপ কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করিতেছি।

৫. এই কথা বলিয়া চার্লশ পুনর্ব্বার লেবু সকল কুড়িতে চালিতে গেলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি তাঁহাকে তাহা করিতে দিল না।

৬ "তখন" চার্লশ বলিলেন "যদি ইহারা যথার্থই আমার হয়, তবে আমি উহাদিগের বিতরণ করিতে পারি"; অতএব চার্লস তাঁহার বয়স্যদিগের মধ্যে তাহার টুপি খালি করিলেন।

৭. তিনি বলিলেন, "তোমরা উহাদিগের আপনাদিগের মধ্যে অংশ করিয়া লও,, এবং তাহাদিগের নমস্কার পাইবার অপেক্ষা না করিয়া ভীড় ঠেলিয়া গৃহাভিমুখে দৌড়িয়া গেলেন। সকল ছেলে তাঁহার পশ্চাৎ২ করতালি দিতে২ ও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে২ দৌড়িয়া গেল।

৮. ক্ষুদ্র তস্কর সর্ব্বশেষে খোঁড়াইতে২ আসিতে লাগিল। কেহই তাহাকে ধন্যবাদ করিল না ; কেহই তাহাকে নমস্কার করিল না ; সে আপনি আহার করে

এমন কমলালেবু পায় নাই, কিম্বা সে বিতরণ করে তাহাও ছিল না। লোকের দাতা হইবার পূর্ব্বে প্রথমে নিষ্ঠা হওয়া কর্ত্তব্য।

৯. নেড বাটী যাইতেং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, তিনি আপনাপনি বলিতে লাগিলেন, "একটা লেবুর জন্যে এত কাণ্ড হইল; উহার কারণ এতদ্রূপ করা উপযুক্ত হয় নাই"। না অন্যায়াচরণ কখনই উপযুক্ত নহে

১০. হে ক্ষুদ্র বালকেরা যাহারা এই ইতিহাস পাঠ কর, বিবেচনা করিয়া দেখ যে এই দুয়ের মধ্যে কি হওয়া শ্রেয় নিষ্ঠা বালক না চোর?।

---

২২ পাঠ. অনবধানতার দণ্ড।

১. এমন অনেকানেক যুবা ব্যক্তি আছে, যাহারা যদিও সচরাচর তাহাদিগের পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞাপালনে যত্নবান তথাচ কোনং সময়ে তাঁহাদিগের উপযুক্ত সম্মান করিবার কথা বিস্মৃত হইয়া যায়, এবং এপ্রকার দুষ্কর্ম্ম করে যাহা অপবাদের যোগ্য হয়।

২. কিটি এট্‌কিন্‌স নাম্নী বালিকা এই স্বভাবের ছিলেন। তিনি পাঠালয় হইতে সত্বর হইয়া আসিবার নিমিত্তে তাহার মাতার দ্বারা সর্ব্বদা আদেশিত হইতেন; এবং তিনি সচরাচর তদ্রূপ করিতেন।

৩ কিন্তু একদিন বৈকালে এপ্রকার ঘটিল, যে

তাহার বয়স্ক এক জন সমাধ্যায়ী বালিকা তাঁহাকে জল-
পান করিতে নিমন্ত্রণ করিল, এবং সায়ং কালে নানা-
বিধ ক্রীড়াজনক আমোদ হইবেক এই প্রকার লোভ
প্রদর্শন করিল।

৪. কিট্টি তাঁহার আমোদের আশায় এতদ্রূপ পুল-
কিত হইলেন, যে তাঁহার মাতার অনুযোগসমূহ এক-
কালীন বিস্মৃত হইলেন, এবং কোথায় যাইতেছেন
এ বিষয় তাঁহাকে একবার জ্ঞাত না করিয়াও গেলেন।

৫. তাঁহার মাতা তাঁহাকে তিন ঘণ্টা কাল অতীত
পর্য্যন্ত না আসিতে দেখিয়া স্থির করিলেন যে তিনি
হারা গিয়াছেন; এবং সত্বর পথে২ ফিরিয়া বেড়াইতে
এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে (কিট্টিকে) বাটীতে আনয়ন
করিতে পারিবেক তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবেক
এই অঙ্গীকার ঘোষণা করিতে প্রকাশ্য ঘোষককে নিযুক্ত
করিলেন।

৬. অতএব তদনুসারে এই প্রকার করা হইল,
এবং ঠিক যখন ঘণ্টা ওয়ালার ফেরা শেষ হইয়াছে,
এমন সময়ে, প্রায় রাত্রি নয় ঘণ্টাকালে, কিট্টি বাটীতে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

৭. কোথায় গিয়াছিলেন এই কথা জিজ্ঞাসিত হ-
ইলে, তিনি যাবৎ সত্য বিবরণ কহিলেন (কারণ তিনি
কখনই মিথ্যা বলিতেন না, আপনাকে দণ্ড হইতে
রক্ষা করিবার নিমিত্তেও বলিতেন না;) তাঁহার মা-
তার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহার নিকট পুন-

মশাল জ্বালিলেন, এবং পথভ্রান্তদিগের অনুসন্ধানে বনের প্রত্যেক স্থানে গেলেন।

৬. যাহা হউক তিন ঘণ্টা কালের মধ্যে বেদনা এবং উদ্বিগ্নতার পরে তাঁহারা দেখিলেন যে পত্র পরিবৃত বিবর মধ্যে এই দুইটি বালক একজন অন্যের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে।

৭. এই দৃশ্যাতে মনকে বিশিষ্টরূপ আর্দ্রিত করে, ন, অগাষ্টিন নামক নবম বর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপন কোর্ট খুলিয়া কোনাসের গাত্রে আবরণ করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁহা অপেক্ষা তিন বৎসরের কনিষ্ঠ ছিল, এবং যে কেবল একমাত্র ওয়েষ্ট কোট পরিধান করিয়াছিল।

৮. তিনি তৎপরে তাহার ক্ষুদ্র শরীরকে উষ্ণ রাখিবার নিমিত্ত, এবং আপন জীবনকে শঙ্কটে ফেলিয়া তাহাকে শীতের তীক্ষ্ণতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে, আপনি তাহার উপর লম্বমান হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন।

---

২৪ পাঠ. টমাস্ এবং তাঁহার কুক্কুরের কথা।

১. টমাস উরলী এক জন আশুক্রোধী ছোট বালক ছিলেন, কিন্তু যখন রোষ পরবশ না হইতেন তখন বিলক্ষণ সৎস্বভাবান্বিত থাকিতেন।

২. তাঁহার পিতা এক দিবস দেখিলেন যে তাঁহার স্পেনিএল কুক্কুর লম্ফ দিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে

...তে তাহাকে তিনি পদাঘাত করিলেন; এবং সেই নিরপরাধি কুক্কুর চীৎকার করিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি টেবিলের নিম্নে লুক্কায়িত হইল।

৬. তাঁহার পিতা বলিলেন, "কুক্কুরকে কি জন্যে পদাঘাত করিলে?" টমাস কহিলেন "কারণ আমি এক উত্তম বস্ত্র পরিয়া রহিয়াছি"। তাঁহার পিতা প্রত্যুত্তর দিলেন, "জিজ্ঞাসা করি, কুক্কুরে সে কথা কি প্রকারে জানিবে"। টমাস উচ্চরবে কহিলেন, "কিন্তু ... আমার পরিধেয় বস্ত্র অপরিষ্কার করিত যদি ইহা ... জানিত"।

৭. তাঁহার পিতা প্রত্যুত্তর করিলেন "এ বয়ের ... অধম কি, বস্ত্রে এক ফোঁটা ময়লা থাকা, না একটা নিষ্ঠুর কর্ম করিয়া অপরাধী হওয়া?" টমাস ...লেন, "ইহা নিষ্ঠুর কর্ম হয় নাই"। তাঁহার পিতা তখন তাঁহার কর্ণদেশে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, এবং টমাস ক্রন্দন শব্দে কাঁদিয়া উঠিলেন।

৮. তৎপরে তাঁহার পিতা বলিলেন, "তোমাকে এ প্রকার আঘাত করাতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর জ্ঞান করিতেছ; তবে একটা নিরপরাধি কুক্কুরকে বেদনা দেওয়া কি এ তদপেক্ষা অধিক নির্দ্দয়তার কর্ম নহে, যে তোমার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া আসিয়াছিল? যে সকল ছেলেরা পশ্বাদির প্রতি দয়া বোধ করে না, তাহাদিগকে নিগ্রহ দিয়া তদ্বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

৯. তুমি যে আমার সম্মুখে উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া

তোমাকে যেন ভাবিত দেখিতেছি, এবং এখন তোমাকে আমি ভালবাসি"।

৭. টমাস উচ্চৈঃশব্দে কহিলেন, না, তুমি কখনই ভালবাসিবে না, কারণ আপনি আমাকে প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়া, আমি উহাকে প্রহারে উদ্যত হইয়াছিলাম"। তাহার পিতা উত্তর করিলেন, তবে প্রহার কর নাই কেন?" কারণ আমি যেমন আমার হস্ত বাড়াইয়া ধরিলাম সে আসিয়া তাহা চাটিতে লাগিল"।

৮. "তুমি যে প্রকৃতরূপে ভাবিত হইয়াছ" ব্রাউন সাহেব কহিতে লাগিলেন, "আমার এখন তাহার প্রতীতি জন্মাইয়াছে; এবং তোমার এই স্বীকারে তোমাকে যথার্থই অধিক ভালবাসিতে আমাকে রত করিতেছে"।

৯. "যদি তুমি রোভরকে প্রহার করিতে, আমি তাহা জানিতাম না বটে কিন্তু তোমার মন তোমাকে অসুখী করিত; এবং তুমি ইহাও জানিতে যে তদ্দ্বারা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করিতে, যিনি সকল দেখিতেছেন"।

২৬ পাঠ. পক্ষি, মধুমক্ষিকা, এবং প্রজাপতির কথা।

১. গ্রীষ্মকালের এক উত্তম দিনে, যখন সমস্ত জগৎ ইহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রফুল্লজনক মনোহর বর্ণে শোভিত হইয়াছিল, এবং নানা জাতি পশ্বাদি মাঠে ক্রীড়

করিতেছিল, সেখানে অন্যান্য পশু পক্ষ্যাদির মধ্যে, এক পক্ষি, এক মধুমক্ষিকা এবং একটা প্রজাপতি ছিল।

২. পক্ষিটা তাহার নীড় নির্ম্মাণার্থে নিযুক্ত ছিল; এই হেতুক উহাধার বৃক্ষ হইতে চতুঃপার্শ্বস্থ মাঠে অনেক বার ভ্রমণ করিয়াছিল, এবং প্রতিবার হয় একটা পালক কিম্বা একগাছা তৃণ মুখে করিয়া প্রত্যাগমন করিত।

৩. যদিও তাহার কর্ম্মের উন্নতি প্রথমে অতি মন্দ গতিতে হইতেছে দেখাইতেছিল, তথাচ পুনঃ২ ভ্রমণ করাতে এবং প্রতিবার কিঞ্চিৎ২ সংযোগ করাতে ঐ নীড় শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইল।

৪. মধুমক্ষিকাটা ও তদ্রূপ ভিন্ন২ পুষ্পদল হইতে মধু আহরণে যত্নবান ছিল; এবং এই প্রকারে সে যাহা সংগ্রহ করিতেছিল, তাহা আপাততঃ এবং ভবিষ্যতের ব্যয়ার্থে চাকে সঞ্চিত করিতেছিল।

৫. ইতিমধ্যে প্রজাপতি এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল, ভবিষ্যতের নিমিত্ত কিছুমাত্র আহরণ না করিয়া, তাহাদিগের মিষ্ট স্বাদু গ্রহণ দ্বারা তৃপ্ত হইতেছিল কিম্বা তাহাদিগের সৌন্দর্য্য দর্শন দ্বারা সুখ সম্ভোগ করিতেছিল।

৬. কিছুপরে গ্রীষ্ম ঋতু গেল; পক্ষি নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং শাবকদিগের পালন করিয়া তুলিয়াছে, যাহারা এখন কুঞ্জবনের আনন্দ স্বরূপ হইয়াছে; মধুমক্ষিকা ও তাঁহার শ্রমের ফল চাকে বসিয়া ভোগ করিতে

ছিল; কিন্তু প্রজাপতি এদিকে আবাস স্থান অভাবে এবং খাদ্যাভাবে ছিল, এবং দরিদ্রতা ও দুঃখের যাবতীয় ক্লেশে পতিত হইয়াছিল।

৭. যুবা ব্যক্তিরা, এই তিনটি জীবে তোমাদিগের স্বরূপ আদর্শ দর্শিত করে; এবং ইহাদের প্রত্যেকেই তোমাদিগের শিক্ষা প্রদর্শন করিতে পারে।

৮. মধুমক্ষিকার দৃষ্টান্ত অনুগামী হও। যে বিদ্যা জ্ঞান অনুষ্ঠান কর, পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের সহিত তাহার অনুগামী হও। যদি ও এক ঘণ্টাকাল মধ্যে তোমার অত্যল্প জ্ঞানোপার্জ্জন হয়, তথাচ সময় ক্রমে অনেক উপার্জ্জন করিতে পারিবা।

৯. যেমন মধুমক্ষিকা এক এক ভ্রমণে অল্পই মধু আহরণ করে, তত্রাপি ঋতু অবসানে শীতকালের ব্যয়ার্থে তাহার সমধিক সংগৃহীত থাকে; তদ্রূপ তোমরা ও তোমাদিগের মনঃ স্বরূপ ধনাগারে বিদ্যাস্বরূপ ধন সঞ্চয় করিয়া রাখ, যেন ইহা সর্ব্বকালে ব্যবহারার্থে প্রস্তুত থাকে।

১০. মধুমক্ষিকার পক্ষে গ্রীষ্ম ঋতু যেমন, তোমাদিগের পক্ষে যৌবনকাল তদ্রূপ। তোমরা যদি ইহাকে সমতুল্য পরিশ্রমের সহিত উন্নতি কর, ইহাতে তোমাদিগের ভবিষ্যত জীবনকে কর্ম্মণ্য এবং সুখী করিবেক। কিন্তু যদি প্রজাপতির ন্যায় প্রতিজ্ঞা শূন্য হইয়া এক কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, তবে সেই পতঙ্গের পক্ষে যেমন অকিঞ্চিৎকর তোমার জ্ঞান ও তদ্রূপ প্রায় হইবেক।

১৮ পাঠ। বিদ্যা বিষয়ে অধ্যবসায়ের উপকার।

১. কিছু কাল হইল ফ্রাঙ্ক তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি পাঠ করিতে শিখিবার নিমিত্তে দৃঢ়তর যত্নের সহিত চেষ্টা করিবেন, যেন তদ্দ্বারা আপনাপনি নিযুক্ত ও আমোদিত থাকিতে পারেন।

২. তিনি যে প্রকার করিবেন বলিয়াছিলেন তদ্রূপ করিলেন। তিনি যে পর্য্যন্ত না অনায়াসে পাঠ করিতে শিখিলেন তদবধি দৃঢ়তর যত্নের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

৩. তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে যে সকল পুস্তক দিয়াছিলেন তন্মধ্যে উষ্ট্রাদি পশুর বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন; যাহার চিত্রমূর্ত্তি দর্শনাবধি তিনি উহার ইতিহাস জ্ঞাত হইতে বাসনা করিয়াছিলেন।

৪ তিনি আরো হস্তি এবং অন্যান্য অনেক পশুর প্রমোদজনক বিবরণ পড়িতে লাগিলেন।

৫. যে সকল পুস্তক তাঁহাকে পাঠার্থে দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে যাহা২ বুঝিতে পারিতেন কেবল তাহাই পড়িতেন; যখন তিনি বুঝিতে পারেন না এমন অংশে উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার পিতামাতাকে তদংশ ব্যাখ্যা করিতে কহিতেন।

৬. যদ্যপি তাঁহার কথা শুনিবার কিম্বা তাঁহার প্রশ্নে উত্তর দিবার তাঁহাদিগের অবসর না থাকিত, তখন গ্রন্থের যে অংশ বুঝিতে পারেন তাহাই অধ্যয়ন

করিতেন; কিম্বা পাঠ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন কর্ম্ম করিতেন।

৭. যখন তিনি পড়িয়া শ্রান্ত হইতেন, কিম্বা তাঁহার গৃহ মধ্যে কোন ব্যাপার হইতেছে তাহা যদি শ্রবণ কিম্বা দর্শন করিতে মানস করিতেন, এবং যদি দেখিতেন যে তাঁহার পঠিত বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যায় না, তিনি সর্ব্বদা সেই দণ্ডে গ্রন্থ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতেন।

৮. যৎকালে পরিশ্রান্ত কিম্বা নিদ্রাতুর হইতেন, কিম্বা অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিতেন, তৎকালে কখনই তাঁহার সম্মুখে একখানা গ্রন্থ রাখিতেন না। অতএব এই প্রকারে ফ্রাঙ্ক অধ্যয়নে অতিশয় আনন্দ হইলেন।

৯. এখন তিনি বর্ষার দিনে সুখে কালযাপন করিতে পারিতেন, যখন দ্বারের বাহিরে দৌড় দৌড়ি করিতে পারিতেন না, কিম্বা বাটীতে কথা কহিতে কিম্বা খেলা করিতে কাহাকেও পাইতেন না।

---

২৯ পাঠ. ফ্রাঙ্ক এবং তাঁহার ভগিনী * মেরির কথা

১. ফ্রাঙ্কের মেরি নাম্নী একটি ভগিনী ছিল; এবং এমত ঘটিল যে ক্ষুদ্র মেরিকে, যাহার বয়ঃক্রম পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে ছিল, তাঁহার মাতার বাটীতে আনীত হইল

---

* জ্যেঠতুত, খুড়তুত, মামতুত, পিশতুত ভাই কিম্বা ভগিনীকে ইংরাজীতে এক শব্দে কাজিন কহে।

২. ফ্রাঙ্ক যখন মেরিকে প্রথমে দেখিলেন তিনি খন আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান রিয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে সাতিশয় মলিনা দেখা-তেছিল।

৩. ফ্রাঙ্ক তাঁহার পিতার নিকট গেলেন, যিনি গৃহের ক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন; এবং নিঃশব্দে পিতাকে জ্ঞাসা করিলেন যে মেরি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করি-াছেন কেন, এবং তাঁহাকে দুঃখিতা দেখাইতেছে কেন।

৪. তাঁহার পিতা উত্তর করিলেন, "কারণ তাঁহার াতার মৃত্যু হইয়াছে"। ফ্রাঙ্ক কহিলেন, "আহা ঃখিনী বালা! যদি আমার মাতার কাল হইত তবে আমি কত শোকাকুল হইতাম! দুঃখিনী ক্ষুদ্র মেরি! তিনি মাতৃ বিয়োগে কি প্রকারে থাকিবেন!"

৫. তাঁহার পিতা কহিলেন, "মেরি আমাদিগের সহিত থাকিবেন; তোমার মাতা এবং আমি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব, এবং যত পারি আমরা তাঁহাকে শিক্ষা দিব; এবং তুমিও তাঁহার প্রতি দয়ালু হইবে, কেমন ফ্রাঙ্ক হবে না? ফ্রাঙ্ক কহিলেন, হাঁ পিতা তাহা অবশ্যই হইব।

৬. তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঐ সকল খেলাইবার সামগ্রী আনিতে গেলেন যাহা তাঁহার বিবেচনায় বোধ হইল তাঁহাকে (মেরিকে) অধিক তুষ্ট করিবেক, এবং তিনি তাহাদিগের তাহাব সম্মুখে বিস্তারিত করিয়া দিলেন। তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলেন এবং

একটুক হাসিলেন; কিন্তু তৎক্ষণেই তাহাদিগের পা... রায় নামাইয়া রাখিলেন, এবং তাহাদিগের দ্বারা তাঁ... হাকে আমোদিত হইতে দেখাইল না।

৭. ফ্রাঙ্ক তাঁহার উদ্যানে তাঁহাকে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার জন্যে এমন সকল পুষ্প সংগ্রহ করিলেন যাহা তিনি আপনি উত্তম বলিয়া ভাল বাসিতেন; কি... তিনি আপনি সক্রূপ ভাল বাসিতেন কিম্বা যেম প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে তিনি (মেরি) ও ভালবাসি... বেন তদ্রূপ ভাল বাসিতে তাঁহাকে দেখাইল না।

৮. তিনি বলিলেন, " তোমাকে নমস্কার করিতেছি কিন্তু বাটীতে মাতার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুষ্প সক... ছিল-আমার ইচ্ছা হয় আমি মাতার নিকট থাকিতা... আমার ইচ্ছা হয় মাতা আবার আমার নিকট ফিরি... আইসেন "। ফ্রাঙ্ক জানিতেন যে তাঁহার মাতা তাহা... নিকট প্রত্যাগমন করিতে পারেন না; কিন্তু তখন তি... মেরিকে সে কথা কহিলেন না।

৯. তিনি আপনি যে একটা বাটী নির্ম্মাণ করিতে... ছিলেন তাহা তাঁহাকে দেখাইতে লইয়া গেলেন; এ... তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাহার ছাদ করিবার জন্য ... সকল কাটি দিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে দেখাইলে এবং কিপ্রকারে ছাদ করিতে মানস করেন তাহাও তাঁ... হাকে বুঝাইয়া দিলেন; তিনি বলিলেন তাহারা দুই জনে একত্রে কর্ম্ম করিতে পারিবেন, এবং তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন যে তিনি ইহা ভালবাসিবেন কি না।

১০. তিনি বলিলেন, তাঁহার বোধ হয় তিনি [illegible] [illegible] ভালবাসিবেন "কিন্তু তখন নহে, কিছু বিলম্বে"। তিনি জিজ্ঞাসিলেন যে তাঁহার 'কিছু বিলম্বে' বলিবার তাৎপর্য্য কি। তিনি (মেরি) কহিলেন "কল্য কিম্বা অন্য কোন দিবস, অদ্য নহে"।

৩০ পাঠ. ফ্রাঙ্ক এবং তাঁহার ভগিনী মেরির কথা,
(ক্রমশঃ)

১. কল্য আইল; এবং ক্ষুদ্র মেরিকে তাঁহার সমস্ত রাত্রের নিদ্রার পর এবং প্রাতঃকালে কিছু আহারের পর, এবং বাটীর আর২ পৌরজনের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত হইলে, যাহারা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হর্ষিত দেখাইতে লাগিল; এবং ক্রমে২ তিনি অধিক কথা কহিতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বে তিনি চতুর্দ্দিগে দৌড়িয়া বেড়াইতে এবং ফ্রাঙ্কের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

২. তিনি যে খেলা ভালবাসিতেন ফ্রাঙ্ক তাঁহার সহিত তাহাই খেলিতে লাগিলেন; তিনি (ফ্রাঙ্ক) তাঁহার অশ্ব হইলেন, কারণ তিনি (মেরি) তাঁহাকে উহা হইতে যাচ্ঞা করিলেন; এবং তাহার শরীরের চতুর্দ্দিকে অশ্ব লাগামস্বরূপ কতকগুলি সুতা জড়াইলেন, তাঁহাকে চালাইতে মেরিকে দিলেন; এবং তাঁহার ব্যবহারার্থে তাঁহাকে তাঁহার সর্ব্বোত্তম চাবুক দিলেন,

বন্ধুরা তাঁহাকে যথেচ্ছা মারিতেং লইয়া যাইতে দিলেন।

৩. ফ্রাঙ্কের বাটীতে মেরি কিছুদিন অবস্থান করিলে তাহাকে তাঁহার বাটী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার মাতাকে 'মা' বলিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার সুখী দেখাইতে লাগিল।

৪. কিন্তু ফ্রাঙ্ক তাঁহার সহিত সকল সময়ে খেলা ইতে পারিতেন না; তাঁহার অন্যান্য অনেক প্রকার কর্ম্ম করিতে হইত; এবং যখন তাহার সহিত একান্ত খেলা করিতেন, তিনি যে ক্রীড়া ভাল বাসিতেন তাঁহার সে খেলা খেলিতে সকল সময়ে মনন হইত না।

৫. কখনং রাত্রে যখন ফ্রাঙ্ক একখানা কৌতুকজনক গ্রন্থ পাঠ করিতে বাসনা করিতেন, তিনি তাঁহাকে হয় এক খানা কাগজের নৌকা কিম্বা বিড়ালের দোলনা করিতে কহিতেন; এবং কখনং যখন তিনি উদ্যানে কর্ম্ম করিতে চাহিতেন, কিম্বা যাইয়া তাঁহার গৃহের ছাদ করিতে চাহিতেন, তখন তিনি তাঁহাকে তাঁহার অশ্বহইতে কিম্বা তাঁহাকে একচক্রের খেলাইবার গাড়িতে চড়াইয়া টানিতে কহিতেন।

৬. এইং সময়ে মেরি কখনং কিঞ্চিৎ খিটখিটে হই তেন; এবং ফ্রাঙ্ক ও কখনং কিঞ্চিৎ অধৈর্য্য হইতেন।

৭. ফ্রাঙ্ক এখন তাঁহার গৃহের চাল বাঁধা শেষ করিয়া ছিলেন, এবং যে প্রকার ঘরামিকে ছাইতে দেখিয়াছি লেন তদ্রূপ ছাইতে আরম্ভ করিতেছিলেন; তিনি

তাঁহাকে সাহায্য করিতে মেরিকে কহিলেন; তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি তাঁহার নিকট থাকিবেন, যেমন তিনি দেখিয়াছিলেন যখন যবাম্বি গোলাঘর ছায়িয়াছিল তাহার নিকট আজ্ঞাবহ হইবার নিমিত্তে এক জন মজুর থাকিত।

৮. তিনি বলিলেন যে তিনি (মেরি) তাঁহার খড়-ওয়ালা হইবেন (অর্থাৎ তাঁহাকে ছায়িবার সময়ে খড় আনিয়াদিবেন); এবং তাঁহাকে এই অনুযোগ করিলেন, যে যখন তিনি 'আর খড় আন্-আরো-আরো' করিবেন তখন সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন।

৯. ক্ষণকাল মেরি উত্তমরূপে তাঁহার কর্ম্ম করিয়াছিল; এবং 'আর খড় আন্' বলিবা মাত্র খড় আনিয়া উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই শ্রান্ত হইলেন, এবং ফ্রাঙ্ক অনেক বার 'আর খড় আন-মিন্সে' আরো-আরো-বলিলে পর তিনি আনিয়া প্রস্তুত হইতেন।

১০. ফ্রাঙ্ক রাগান্বিত হইতেন, এবং কহিতেন যে তিনি (মেরি) বড় মৃদু, অপটু, এবং অলস; এবং তিনি (মেরি) কহিতেন তাহার গ্রীষ্ম এবং শ্রম বোধ হইয়াছে, এবং যে তিনি আর কখন তাঁহার খড়ওয়ালা হইবেন না।

৩১. পাঠ. ফ্রাঙ্ক এবং তাঁহার ভগিনী মেরির কথা (ক্রমশঃ)

১. তাঁহারই যে অন্যায় হইয়াছে ফ্রাঙ্ক তাঁহাকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

২. ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "দেখ যতবার আমার খড় আবশ্যক হয় ততবার আমাকে সিঁড়ি হইতে নামিয়া আসিতে হয়; আমার সময় নষ্ট হয়, এবং তুমি ইহা লইয়া গেলে যেমন আমার কার্য্য অগ্রসর হয় তত্তুল্য ইহাতে হয় না।

৩. "যখন আমি এক কর্ম্মে থাকি এবং আমার জন্য উদ্যোগী হইয়া প্রস্তুত থাকিবার নিমিত্ত তুমি অন্য কর্ম্ম করিতে থাক, তাহাতে আমাদিগের কর্ম্ম কত উত্তম এবং শীঘ্র অগ্রসর হয় তাহা তুমি অনুভব করিতে পার না-শুন বিভাগ করা উহার নাম-কেমন বুঝিতে পারিয়াছ?"

৪. মেরি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "আমি উহার কিছুই জানি না: কিন্তু তোমার খড়ওয়ালা হইতে আমার মনন হয়না, এবং আমি হইব না।

৫. ফ্রাঙ্ক তাঁহাকে ঠেলিয়া দিলেন, এই বলে, যে তাঁহার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান. তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

৬. তখন ফ্রাঙ্ক তাঁহার উপর যে রুষ্ট হইয়াছিলেন তজ্জন্য দুঃখিত হইলেন; এবং তাঁহাকে (মেরিকে) সেই কথা বলাতে তিনি চক্ষের জল মোচন করিলেন, এবং বলিলেন তিনি আবার তাঁহার খড়ওয়ালা হইবেন যদি তিনি এত শীঘ্র, "আর খড় আন্- মিনলে, আবার

এই কথা বলিয়া না ডাকেন ; এবং যদি তাঁহাকে অলস এবং নির্ব্বোধ না কহেন।

৭. ইহাতে ফ্রাঙ্ক সম্মত হইলেন ; এবং তাহারা অল্প-কাল আবার কর্ম্ম করিতে লাগিল, তিনি (ফ্রাঙ্ক) ছাঁ-ড়িতে লাগিলেন এবং ইনি (মেরি) খড় লইয়া যাইতে লাগিলেন, এবং ছোটং তাড়া বান্ধিয়া তাঁহার জন্য প্রস্তুত রাখিতে লাগিলেন ; এবং তাহারা সুখী হইল, তিনি (অর্থাৎ ফ্রাঙ্ক) শীঘ্র কর্ম্ম করিতে লাগিলেন এবং মেরি সুনিঃশে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

৮. "বিবাদ না করা কত সুখের বিষয়" ক্ষুদ্র মেরি কহিলেন। কিন্তু আমি এখন যথার্থ অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি ; তুমি কি আমাকে বিশ্রাম লইতে দিবে ? ফ্রাঙ্ক বলিবেন, হাঁ, এবং আদর পূর্ব্বক : আমি তথাপি কিছুমাত্র শ্রান্ত হই নাই"।

৯. তিনি শিঁড়ি হইতে নামিয়া আইলেন, এবং কিছু ষ্ট্রবেরি ফল অনুসন্ধানে গেলেন এবং তাহাদিগের তাঁহার (মেরির) নিকট আনিলেন, এবং উভয়ে একত্রে সুখে তদ্ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ফ্রাঙ্ক বলিলেন, আমি কাটিয়া দেই, তুমি মনন করিয়া লও ; কেমন এ সাধ্য বটে ?"।

১০. যখন কোন মাংস পুরিত পিষ্টক কিম্বা পুডিং, ফল, মিষ্টান্ন, তাহাদিগকে দেওয়া হইত, কিম্বা কোন বস্তু যাহা তাহারা উভয়ে ভক্ষণ করিতে ভাল বাসিত, তাহাকে সচরাচর তাহা অংশ করিয়া লইতে অা-

বেশ করা হইত; এবং তিনি ইহা অতি সুন্দররূপে করিতেন।

১১. তিনি যেমন পারিতেন তদ্রূপ অংশ করিলে পর, মেরিকে উভয় অংশের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা হয় তাহা লইতে অনুরোধ করিতেন, এই অভিপ্রায়ে যে, যদি এতদুভয় মধ্যে কোন বাড়্তাংশ থাকে, তাহা তিনিই যেন পারেন।

১২. মনঃপূত হওয়া ইহার নাম; কিন্তু ফ্রাঙ্ক শুদ্ধ ন্যায়পর ছিলেন তাহাও নহে, দাতাও ছিলেন। তাঁহার শিশু ভগিনীর সহিত অংশ করিয়া ভক্ষণ করিতে যে দ্রব্য তাঁহাকে দেওয়া হইত, তাহার একাংশ সর্ব্বদা দিতেন, এবং সচরাচর আপনার যে অংশ রাখিতেন তদপেক্ষা বৃহৎ এবং শ্রেষ্ঠ ভাগটা তাঁহাকে দিতেন।

৩১ পাঠ. ফ্রাঙ্ক এবং তাঁহার ভগিনী মেরির কথা।
(ক্রমশঃ)

১. কিন্তু যদিও ফ্রাঙ্ক তাঁহার ক্ষুদ্র ভগিনীর প্রতি সৎস্বভাবান্বিত ছিলেন, তথাচ তাঁহারও অনেক দোষ ছিল। তিনি অত্যন্তক্রোধী ছিলেন; এবং কখনং যখন ক্রোধ পরবশ হইতেন, তখন এমন গর্হিত কর্ম্ম করিতেন যে তজ্জন্য পশ্চাৎ অতিশয় ভাবিত হইতেন।

২. তাঁহার মাতার বাটীতে ক্ষুদ্র মেরির আগমনের পূর্ব্বে, তাঁহা হইতে দুর্ব্বল এবং ক্ষীণতর এমন কাহারো সহিত তাঁহার সহবাস করা অভ্যাস ছিল না।

৩. যখন দেখিলেন যে তিনিই বলিষ্ঠ তখন, মেরির সহিত ক্রীড়া কালীন কখনং আপন বলা- ধিক্য জন্য শ্রেষ্ঠতার সুযোগে, তাঁহার আজ্ঞানুযায়িক কর্ম্ম করিতে তাঁহাকে বাধ্য করিতেন ; এবং যখন তাঁহার নিকট হইতে কোন দ্রব্য পাইবার জন্য অধৈর্য্য হইতেন তখন এক এক বার তাঁহার হস্ত হইতে অভদ্র হইয়া তদ্দ্রব্য বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেন।

৪. এক দিবস তাঁহার (মেরির) নিকট একটা নূতন গোলা ছিল, যাহা তিনি তাঁহার দুই করমধ্যে ধরিয়াছি- লেন, এবং ফ্রাঙ্ককে তাহা দেখিতে দিলেন না ; তিনি অর্দ্ধ ক্রীড়াবিষ্ট ছিলেন, এবং প্রথমে ফ্রাঙ্কও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন ; কিন্তু যখন দেখিলেন যে তিনি উহা না দেখাইবার প্রতিজ্ঞায় অনিবৃত্ত রহি- লেন, তখন ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার (মেরির) হস্ত টিপিয়া ধরিলেন, এবং তাঁহার হস্তদ্বয় খোলাই- বার নিমিত্তে এক হস্তের কব্জা মুচড়িয়া ধরিলেন।

৫. তিনি (মেরি) সাতিশয় যন্ত্রনাযুক্ত হইবাতে এক চীৎকার শব্দে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, যে ফ্রাঙ্কের পিতা যিনি তদুপরিস্থ গৃহে ছিলেন, কি হইয়াছে ইহার তথ্য জানিবার নিমিত্তে নীচে নামিয়া আইলেন।

৬. তিনি দর্শন দিবামাত্র মেরি নিরস্ত হইলেন ; ফ্রাঙ্ককে লজ্জিতের ন্যায় বোধ হইল, অবিলম্বে তিনি তাঁহার পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং কহিলেন, "নিশ্চয় আমিই তাঁহাকে বেদনা দিয়াছি ;

আমাকে এই গোলাটা দেওয়াইবার জন্য আমি তাঁহার হস্তদ্বয় টিপিয়া ধরিয়াছিলাম"।

৭. তাঁহার পিতা মেরির ক্ষুদ্র হস্তের কব্জা দেখিয়া, যাহা এক্ষণে রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং ফুলিয়া উঠিতেছিল, কহিলেন, "তুমি তাঁহাকে যথার্থই বেদনা দিয়াছ"! (তাহার পিতা আরো বলিতে লাগিলেন) 'ফ্রাঙ্ক, আমি ভাবিয়াছিলাম যে তোমাপেক্ষা ক্ষীণ যাহারা তাহাদিগের যন্ত্রণা না দিয়া সাহায্যার্থে তোমার বল নিয়োগ করিবে।

৮. আমি তাহাইতো সর্ব্বদা করি; কেবল ঐ ২ কাল ভিন্ন যখন তিনি আমাকে ক্রোধাবিষ্ট করেন'। কিন্তু সে গোলাটা আমার' (মেরি কহিলেন) এবং ইহা আমার নিকট হইতে লইবার তোমার কোন অধিকার ছিল না।

৯. 'মেরি, আমি তোমার নিকট হইতে ইহাকে এককালীন লইতে চাহি নাই, কেবল একবার দেখিতে চাহিয়াছিলাম; এবং তুমি প্রথমে খিটখিটিয়া হইয়াছিলে-তুমি অতিশয় খিটখিটিয়া হইয়াছিলে"। না ফ্রাঙ্ক; তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা খিটখিটিয়া হইয়াছিলে"।

১০. ফ্রাঙ্কের পিতা কহিলেন, "আমার বোধ হয় তোমরা এখন দুইজনেই সমান খিটখিটিয়া হইয়াছ; এবং যেহেতুক তোমরা যখন একত্র থাক তখন ঐক্যতা হয় না, তোমাদিগের ভিন্ন২ করিয়া দেওয়া আবশ্যক"।

১১. তৎপরে তিনি তাহাদিগের ভিন্ন২ গৃহে পাঠা-

হইয়াদিলেন এবং সেই দিনের অবশিষ্ট কালে আর তাঁহা দিগকে একত্রে খেলা করিতে দেওয়া হইলনা।

---

২৩ পাঠ. ফ্রাঙ্ক এবং তাঁহার ভগিনী মেরির কথা,
(ক্রমশঃ)

১. পরদিন প্রাতঃকালে ভোজনকালীন ফ্রাঙ্কের পিতা তাহাদিগের উভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহারা গতদিবস সচরাচরের ন্যায় সুখী ছিল কি না; এবং তাঁহার দুই জনেই 'না' বলিয়া উত্তর দিল।

২. তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা একত্রে থাকা অধিক ভালবাস কি ভিন্ন২ থাকা অধিক ভালবাস? "ফ্রাঙ্ক এবং মেরি কহিলেন, একত্রে থাকিতে আমরা অনেকাংশে ভালবাসি।

৩. ফ্রাঙ্কের পিতা বলিলেন, "তবে আমার প্রিয় সন্তানেরা সাবধান থেক এবং বিবাদ করিওনা; কারণ আবার যখন কলহ করিবে তোমারদিগের মধ্যে কে অল্প খিটখিটিয়া কিম্বা কে সর্ব্বোচ্চ খিটখিটিয়া, কিম্বা প্রথমে বিবাদ কে করে এতদ্বিষয়ক কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তোমাদিগকে একেবারে পৃথক করিয়া বিবাদ ভঙ্গ করিয়া দিব। ফ্রাঙ্ক, দণ্ডের স্বভাব এবং উপকার কি তাহা বুঝিতে পার; তুমি জান——"।

৪. যখন আমাকে তুমি দণ্ড প্রদান কর, পিতঃ, তুমি আমাকে হয় শারিরীক ক্লেশ দেও, কিম্বা আমি যে বস্তু পাইতে ভালবাসি তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত

কিম্বা আমার মনোনীত দ্রব্য পাইতে অথবা কোন, মনোনীত কর্ম্ম করিতে ব্যাঘাত দেও——"।

৫. উত্তম, বলিয়া যাও; কোন্ সময়ে এবং কি কারণে তোমাকে আমি ক্লেশ দেই, কিম্বা আমোদ পাওয়া নিবারণ করি?"। "যখন আমি কোন দুষ্কর্ম্ম করি সেই সময় এবং সেই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি এই জন্যে"।

৬. "আমি তোমাকে নিগ্রহ দিতে ভালবাসি বলিয়া কি এই দণ্ডস্বরূপ নিগ্রহ দেই, তাহা না হয়তো কি অভিপ্রায়ে? না পিতঃ, আমার নিশ্চয় জ্ঞান আছে, তুমি যন্ত্রনা দিতে ভালবাস বলিয়া যন্ত্রনা দেওনা; কিন্তু কেবল আমার দোষ শোধনার্থে—অথবা পুনশ্চ দুষ্কর্ম হইতে নিরস্ত করিতে"।

৭. এবং দণ্ডে কিপ্রকারে তোমার দোষের প্রতিকার করিবে, কিম্বা পুনশ্চ দুষ্কর্ম্ম করা নিবারণ করিবে? "তুমি জান, পিতঃ, পাছে তদনুরূপ দণ্ড পাই এই ভয়ে তাদৃশ কুকর্ম্ম পুনর্ব্বার করিতে আমার শঙ্কা হইবে"।

৮. তবে তোমার বর্ণনানুসারে, যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম করিয়াছে তাহাকে সেইপ্রকার কুকর্ম্ম হইতে পুনরায় নিবারণ হেতু যে ক্লেশ দেওয়া হয় তাহাই ন্যায় দণ্ড"। হাঁ পিতঃ ঐ কথা ব্যক্ত করাই আমার তাৎপর্য্য।

৯. এবং ফ্রাঙ্ক, তুমি কি মনে কর যে দণ্ডের অন কোন উপকার নাই?" "হাঁ পিতঃ, আছে! অন্য লোকদিগের দুষ্কর্ম্ম নিবারণ করা: কারণ তাহারা দেখিবে

পায় যে যে ব্যক্তি গর্হিত কর্ম করে সে দণ্ডপায় ; এবং যদি তাহারা নিশ্চিত জানে যে, সেই কর্ম করিলে তাহারাও তদ্রূপ দণ্ড পাইবে, তবে তাহারা তাহা না করিতে সাবধান হইবে।

১০. "তবে যাহারা কুকর্ম করে তাহাদিগের সেই কুকর্ম পুনর্ব্বার করণ রহিত করিবার নিমিত্ত, এবং অন্য ব্যক্তিদিগের ও দুষ্কর্ম হইতে বিরত করিবার জন্য যে শারিরীক যাতনা দেওয়া হয় তাহাই ন্যায্য দণ্ড"।

---

৩১ পাঠ. ফ্রাঙ্ক এবং তাঁহার ভগিনী মেরির কথা.
(পরি সমাপ্ত)

১. ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "কিন্তু পিতঃ আমাকে এসকল কথা আপনি কেন কহিতেছেন?"। কারণ, আমার প্রিয় পুত্র, তুমি এখন বুদ্ধিজীবি হইতেচ, এবং আমার অভিপ্রায় যে বুঝিতে পার, এই জন্য আমার বাঞ্ছা হয়, যে তোমাকে শিক্ষা দেওন কালীন আমি যাহা২ করি, তাবতের কারণ তোমাকে সাধ্যমত ব্যাখ্যা করিয়া দেই"।

২. পশ্বাদি, যাহাদিগের জ্ঞান নাই, তাহাদিগের কেবল মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা শাসন করা যায় ; কিন্তু মনুষ্য জাতি, যাহাদিগের বিবেচনা এবং যুক্তি করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদিগের, কি ন্যায় এবং কিসে সুখী করিবে এই বিবেচনা দ্বারা শাসন করা যাইতে পারে, এবং

তদ্দ্বারা তাহারা আপনারা ও আপনাদিগকে শাসন করিতে পারে।

৩. "আমি তোমাকে একটা জ্ঞানহীন পশুর ন্যায় ব্যবহার করিনা, কিন্তু এক বুদ্ধি জীবি প্রাণির ন্যায়; এবং প্রতি ঘটনায় কি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, এবং কি ন্যায় কি অন্যায় তত্তাবৎ তোমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টিত হই।

৪. ফ্রাঙ্ক কহিলেন, "পিতঃ, আপনাকে কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করিতেছি; আমি ও এক বুদ্ধিজীবি প্রাণির ন্যায় ব্যবহৃত হইতে বাঞ্ছা করি পিতঃ, আপনাকে কি একটি কথা বলিব?" "হে আমার প্রিয়, তোমার যত বিষয় বক্তব্য আছে তাবৎ কহ"।

৫. কিন্তু, পিতঃ, সেই কথাটি আপনকার বিষয়ক, এবং বোধ হয় আপনি হয়তো উহা ভাল বাসিবেন না। পিতঃ, মেরি এবং আমি বিবাদ করিলেই, আমাদিগের মধ্যে কাহার অন্যায় অধিক ইহা অনুসন্ধান না করিয়া আমাদের পৃথক করিয়া দেওয়া আমার বিবেচনায় ন্যায় বোধ হয় না"। "যখন লোকে বিবাদ করে তখন প্রায় সচরাচর তাহারা দুই পক্ষেই দোষী।

৬. কিন্তু সর্ব্বদা নহে, পিতঃ; এবং এমন পুনঃপুনঃ ঘটে যে একপক্ষ অপেক্ষা অন্য পক্ষ অধিক অপরাধী; এবং ইহাও ন্যায্য নহে যে যে পক্ষ অধিক দোষী সে এ যত শাস্তি পায় অল্প দোষীও তদ্রূপ পায়"।

৭. 'এখানে ফ্র্যাঙ্ক নিস্তব্ধ হইলেন, এবং তাঁহার চক্ষে অশ্রু আইল ; এবং ক্ষণকাল বাক্য কহিতে উদ্যম করিয়া, তিনি পুনঃ বলিলেন।

৮. "পিতঃ এখন সকল শেষ হইয়াছে, আপনাকে আমি অবশ্যই কহিব যে আমিই অধিকতম অপরাধ যোগ্য হইয়াছিলাম, গতকল্য মেরি এবং আমার সহিত যে কলহ হয় তাহাতে আমারই অধিক অন্যায় থাকে। তাঁহার হস্ত বলপূর্ব্বকে টিপিয়া ধরিয়া আমিই তাঁহাকে বেদনা দিয়াছিলাম, এবং তিনি কেবল ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন।

৯. ফ্র্যাঙ্কের পিতা তাঁহার মস্তকোপরি হস্ত দিয়া কহিলেন, 'হে আমার সৎ, মহৎ বালক, এখন যে প্রকার কর্ম্ম করিতেছে, যেমন বোধ করিতেছ, এইরূপ সর্ব্বদা করিও। এবং যখন কোন অন্যায় কর তাহা স্বীকার করিতে তোমার সর্ব্বদা যথেষ্ট সরলতা এবং সাহস হউক।

১০. ক্ষুদ্র মেরি, যিনি তাঁহার খেলাইবার দ্রব্য সমূহের নিকট যাইয়াছিলেন, যখন তাঁহারা এমন বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন যাহা তিনি বুঝিতে পারেন না, তৎক্রীড়ার সামগ্রী ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আইলেন, এবং ফ্র্যাঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখ প্রতি চাহিতে লাগিলেন, এবং উগ্রতা পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন যখন ফ্র্যাঙ্ক কহিলেন যে তাহাদিগের বিবাদে তাঁহারই অধিক অপরাধ হইয়াছিল।

১১. এবং যখন তাঁহার পিতা তাহাকে প্রশংসা করিলেন, মেরি ঈষদ হাঁসিলেন, আহ্লাদে তাহার চক্ষুদ্বয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার (ফ্র্যাঙ্কের) পিতার কথা শেষ হইলে পর তিনি কহিলেন, "ফ্র্যাঙ্ক অতি ভাল কর্ম্ম করিয়াছেন এই কথা বলিয়া যে তাঁহারই অধিক অন্যায় হইয়াছিল; কিন্তু আমারও কিঞ্চিৎ অন্যায় ছিল; আমার যত ক্রন্দন করা উচিত তদপেক্ষা অধিক ক্রন্দন করিয়াছিলাম এবং অতি চীৎকার শব্দে; তাহার কারণ এই যে আমি রাগান্বিতা হইয়াছিলাম।

১২. ফ্র্যাঙ্কের পিতা তাঁহার মস্তক চাপড়াইয়া কহিলেন, "এই দেখ এক উত্তম বালিকা! এখন সকল মীমাংসা হইয়াছে ভবিষ্যতে উত্তম আচরণ করিও"।